খুড়ো খুড়ী

ঢাকা, উয়ারী, কাল্‌চার হাউসে অভিনীত
প্রথম অভিনয় রজনী—
৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ সন।

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

১৩৩৯

মূল্য ।৷০ আনা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দাশগুপ্ত
পার্শনেল্ এসিষ্টেন্ট্
কাল্চার হাউস, উয়ারী, ঢাকা।

ঢাকা—
নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে,
শ্রীকালাচাঁদ বসাক দ্বারা মুদ্রিত।

(পরিচয়)

পুরুষ

রমেশ রায় ... ... হরেন্দ্রের জ্যাঠতুতো ভাই।

হরেন্দ্র রায় ... ... মৃগেন্দ্রের কাকা।

মৃগেন্দ্র রায়

ফণীকর

দৌলৎ পাল

বিধু

স্ত্রী

মালতী ধর }
নলিনী ধর } ... ... খুড়তুতো জ্যাঠ্‌তুতো বোন।

দীনময়ী ... ... মালতী ও নলিনীর খুড়ী।

হিরণ্ময়ী রায় ... ... মৃগেন্দ্রের বয়স্কা কুমারী পিসী।

জনা ... ... দীনময়ীর দাসী।

খুড়ো খুড়ী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দীনময়ীর বৈঠকখানা। অন্যান্য আস্‌বাবের মধ্যে সেখানে একটি trick chair রহিয়াছে, তার সামনের দিকের কিনারায় বসিলে পড়িয়া যাইতে হয়। দীনময়ী, মালতী ও নলিনী ঘরে রহিয়াছে। দীনময়ী সোফায় ঘুমাইতেছে, মালতী ও নলিনীও ঘুমাইতেছে, কিন্তু যবনিকা উঠার সঙ্গে সঙ্গেই তারা জাগিয়া উঠিল। মালতী হাই তুলিল।

নলিনী। তুই যে দিদি হাঁ করেই আছিস্‌?

মালতী। তাই নাকি? তবু তো নাক ডাকাই না!

নলিনী। আর আমিই বুঝি ডাকাই?

মালতী। যে নাক ডাকায় সে কি আর তা জানতে পারে! বাবা! কি শব্দ! মনে হয় ধোপাবৌয়ের গাধাটা বুঝি ডাকছে।

নলিনী। দেখ্, আর ওকথা তুলিস্ না। এ আমার বিশ্বাস হয় না। সামাজিক এবং প্রাণীর পর্য্যায়ে আমি এতটা নেবে যেতে পারি তা আমার বিশ্বাস হয় না।

মালতী। তা বলতে পারি না, তবে স্বর পর্য্যায়ে তুই যে অনেক উঠে গেছিলি তা নিশ্চয় করে বলা যায়।

দীনময়ী। (ঘুমের মধ্যে) কে কোন্ পর্য্যায়ের লোক তার বিচার হয় না।

নলিনী। কি, খুড়ীমা?

দীনময়ী। দুধওয়ালা ভারি খারাপ দুধ দেয়। (দুই মেয়েই হাসিয়া উঠিল)

নলিনী। (হাঁ করিয়া) স্বপ্ন দেখছে!

(দুজনের কথাবার্ত্তা চাপা গলায় হইল, মাঝে মাঝে উভয়ে দীনময়ীর দিকে চোখ ফিরাইয়া দেখিতেছিল ঘুমাইতেছে কি না)

মালতী। আচ্ছা নলিনী, ফণীবাবুর চিঠি কবে থেকে পাস না?

নলিনী। কাল থেকে নয়।

মালতী। ওঃ! ভারি কষ্টের কথা!

নলিনী। আজ আসবে কি না কে জানে?

মালতী। আমার কাছে জিজ্ঞেস করে লাভ?

নলিনী। তোকে জিজ্ঞেস কচ্ছিলুম না। আমাকেই জিজ্ঞেস কচ্ছিলুম, তোকে জিজ্ঞেস করবার অন্য কথা আছে, মৃগেন বাবুর চিঠি কবে থেকে পাস্ না?

মালতী। বেশী দিন থেকে নয়। তাকে আবার কবে দেখ্‌ব কে জানে। আচ্ছা নলিনী, (নলিনী উঠিয়া পা টিপিয়া দীনময়ীর দিকে চাহিয়া trick chair এ গিয়া বসিল) কাউকে না জানিয়ে মৃগেন বাবু আর আমার যদি বিয়ে হয়ে যায় তাহলে খুব ভীষণ একটা কিছু হয়?

নলিনী। শুধু আমাকে জানিয়ে।

মালতী। হাঁ, তোকে তো বটেই। কিন্তু বাবা যখন তার সম্বন্ধে আপত্তি তুলছেন, আর আমাকে তাঁর আধা বুড়ো বন্ধুর হাতে সঁপে দিতে যাচ্ছেন, আর মৃগেন বাবুর কাকাও যখন তার উপরে চালাতে চাচ্ছেন শ্রীমতী চন্দনাকে—

দীনময়ী। (এখনো ঘুমে) চন্দনা, তার রংটি তো কিছু মন্দ না। (চাপা গলায় উভয়ে খুব হাসিয়া লইল)

নলিনী। একেই বলে লোকে বিড়ালী ঘুম, না?

মালতী। ওঃ, বিড়াল সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, বিড়াল আমি দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি না।

নলিনী। বিশেষতঃ বুড়ো বিড়াল—আর মৃগেন বাবুর পিসীর মত বুড়ো ছুঁড়ি—আজও বিয়ে হয়নি—সে হচ্ছেনা কিন্তু।

মালতী। আমিও না। কিন্তু ওর কাকায় তো চায় সেই ময়না, না, চন্দনা মেয়েটার টাকার সঙ্গে ওকে বিয়ে দিতে! তাই যদি হয় আমি কি করব? আমি তো আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না।

নলিনী। আচ্ছা, মৃগেন বাবু তোকে বিয়ের কথা কিছু বলেছে, দিদি, (trick chair হইতে অন্ত আসনে গিয়া উঠিয়া বসিল) কারু মত না নিয়েই ? ঐ রকম মানুষকেই আমি ভালবাসি।

মালতী। বেশ, তুই আর ফণী বাবু তাই কচ্ছিস্ না কেন ? তোদের দিয়েতো এইটুকু রোমান্স অসম্ভব নয়, আর ফণী বাবুর কাকাতো আর তোদের বিয়ের বিরোধী নয়।

নলিনী। এত তাড়া কিসের ? ওর কাকা বর্ম্মা থেকে আসলেই হবে। লুকিয়ে বিয়ে করতে গেলে উপহার টুপহার পাওয়া যাবে না—আমোদ আহ্লাদ, খাওয়া পরা হবে না—তাতে করে বিয়ের অর্দ্ধেক মজাই নষ্ট হয়ে যাবে।

দীনময়ী। (এখনো ঘুমে) একটা যেমন তেমন বামুনকেও মাসে দশটাকা বেতন দিতে হয়।

নলিনী। ঐ! খুড়ীমা আছে নিজ চিন্তা নিয়ে।

মালতী। (উঠিয়া সরিয়া গিয়া) না, বিয়ের কোনো লক্ষণ দেখছিনা—মৃগেন বাবু যা মাসিক খরচ পায়, তাতে তো আর পোষাবে না—অনুমতি না নিলে তাও বন্ধ করে দেবে!

নলিনী। (উঠিয়া মালতীর কাছে গিয়া) দেখ্, দিদি, মৃগেন বাবুর কাকা চন্দনা পাখীর সঙ্গে তার বিয়ে দিতে প্রাণপণ

চেষ্টা করবে ; কাজেই তোর আশা খুব কম। তোর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে যে বুড়ো তার নাম না কি বল্‌লি ?

মালতী! দৌলত পাল।

নলিনী। তা বুড়ো প্রেমিকই মন্দ কি ?

মালতী। না, না, বুড়ো আমি দেখতে পারি না।

নলিনী। এটি তো স্বতন্ত্র। এমন ধনী !

মালতী। এই পালটাকে আমি ঘৃণা করি। সে যখন তখন আমার দিকে দৃষ্টি হানে, রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়। আচ্ছা, মৃগেন বাবু এখানে যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে তাহলে খুড়ীমা কোনো আপত্তি করবে কি ?

নলিনী। করবে না সে আশা করিস না।

মালতী। খুড়ীমাকে সন্মত করবার কোনো উপায় করতে পারিস্ কি ?

দীনময়ী। (উঠিয়া সরিয়া আসিয়া হাই তুলিয়া) কি রে, তোরা কি করছিস্ ? (মেয়েরা চম্‌কিয়া উঠিল) খুব গরম না ?

নলিনী। খুব ঘুমিয়ে উঠ্‌লে, খুড়ীমা ?

দীনময়ী। না—না—মোটেই ঘুমাইনি তো। চোখ্‌টা একটু বুজেছিলুম মাত্র। তোদের চন্দনা ময়না এসব শুনিছি আমি। (পিয়ন দরজায় ঘা দিল) ওঃ ! পিয়ন এসেছে। আমার কোনো চিঠি থাক্‌লে আমার কাছে পাঠিয়ে দিস্। (নিষ্ক্রান্ত)

মালতী। খুড়ীমা লোক ভালো বটে, তবে মৃগেন বাবুর সম্বন্ধে ওর এত আপত্তি কেন বোঝা যায় না। (জানালার কাছে গিয়া) আমার মত দুঃখী কেউ নেই।

(চিঠি লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ)

নলিনী। চিঠি! চিঠি!

মালতী। চুলোয় যাক চিঠি! আমার কাছে কেউ লিখে না।

নলিনী। জ্যাঠা মশায় লিখেছেন, এই নে। (চিঠি ছুড়িয়া দিল)

মালতী। দেখি। (চিঠি লইয়া বসিল)

নলিনী। আমার একটা রয়েছে—ফণীবাবু লিখেছে—(উভয়ে চিঠি খুলিয়া পড়িল) ওঃ! ওঃ!

মালতী। কি হয়েছে?

নলিনী। (উঠিয়া চিঠী নাড়িয়া ঘরময় নাচিতে লাগিল) এখানে আসছে—আজই—এখনই—

মালতী। (ম্লান ভাবে) তা আসছেই তো ঠিক; কিন্তু আমি এত নাচতে পারি না।

নলিনী। কি বলছিস্ তুই? (বসিল)

মালতী। দৌলত পাল! সেই কথাই বলছি আমি! বাবা লিখেছেন শোন—"মালতী, আমাদের পুরানো বন্ধু দৌলত পাল আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি পরশু বিকালে আমাদের বাড়ী যাইতেছেন, তাঁহাকে রীতিমত আদর অভ্যর্থনা করিস। সামান্য বয়সের কথাটা ছাড়িয়া দিলে এমন

উপযুক্ত পাত্র আর কোথাও পাওয়া যায় না। (উভয়ে মুখভঙ্গী করিল ও হাসিল) তাঁহার ধন সম্পত্তি পদমর্য্যাদা সকল মেয়েরই কামনার বিষয় হওয়া উচিত। ইতি তোর বাবা।" (উঠিয়া রাগের স্বরে) ঐ, শুন্‌লিতো? আমাকে বিক্রীর বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। বাবাকে জানি। কি ভীষণ—কি অদ্ভুত! (চিঠি ছুড়িয়া ফেলিয়া মাটিতে পদাঘাত)

নলিনী। (চিঠি কুড়াইয়া) রাগিস্‌ না দিদি। আজকেই আসছে তাহলে।

মালতী। যে দিন খুসি আসুক। আমি ওকে বিয়ে করবো না, বিয়াল্লিশটা বাবা এলেও না—অদ্ভুত গোল ফুটবলটা! ওকে আবার কেউ বিয়ে করে! (রাগিয়া পায়চারি) ওঃ! (হঠাৎ থামিয়া) অদ্ভুত কথা! (পায়চারি) আচ্ছা, মন্দ কি! হোক্‌ না? ভালইতো। (পায়চার)

নলিনী। দিদি, নিজে নিজে কি বিড় বিড় কচ্ছিস্‌? পাগল হলি নাকি?

মালতী। (নলিনীর কাছে গিয়া) দেখ্‌ নলিনী, আমাকে সাহায্য করবি? হঠাৎ এখন মনে হলো লোকটা আমার প্রেমে অমন পাগল, ওকে অতি সহজেই বোকা বানানো যাবে।

নলিনী। যা খুসি বানাস্‌ ওকে, আমার সাহায্য পাবি।

মালতী। দেখ, খুড়ীমা মৃগেন বাবুর কাকাকে চেনে না, এখন

দৌলত বাবুকে সেই কাকা বানিয়ে তাকে দিয়ে খুড়ীকে বলালে কেমন হয় যে আমাদের বিয়েতে ওর মত আছে। তখন তো মৃগেন বাবু এখানে আসতে পারে।

নলিনী। জ্যাঠা মশায় যদি দৌলৎ বাবুকে মৃগেন বাবুর কথা বলে থাকে ?

মালতী। বলেনি বাবা তা আমি জানি। ওর নামই মুখে আনে না। বেশ হবে না ?

নলিনী। তোর প্রেমিকের জন্যে এতটা দৌলৎ বাবু করতে যাবেন কেন ? এত সোজা পাস্‌নি লোকটিকে।

মালতী। (চিন্তিতভাবে) না—(হঠাৎ কি মনে হওয়ায়) হাঁ, মনে হয়েছে, আমি তাকে বল্‌ব মৃগেন বাবু তোর প্রেমিক।

নলিনী। ওঃ! বুঝলুম।

মালতী। তুই ভাণ করবি যে দুঃখে কষ্টে তোর মাথা কিছু খারাপ হয়ে গেছে।

নলিনী। না, এ পারব না।

মালতী। লোকটা যদি যা বলি না করে তবে (গম্ভীর ভাবে) তার হব না বল্‌ব।

নলিনী। কিন্তু আমার ফণীবাবু যদি শোনে তোর মৃগেন বাবুর সঙ্গে আমার ভাব তাহলে কি বলবে ?

মালতী। সে পরে দেখা যাবে। (দরজায় ঘা)

উভয়ে। ঐ এসে পড়েছে।

মালতী। বোধ হয় দৌলৎ বাবুই ! (দরজার দিকে দৌড়িয়া গেল) হাঁ, সেই। (নলিনীর নিকট আসিয়া)

নলিনী। হাল ছেড়ে দিস্‌না কিন্তু।

মালতী। তুই ঠিক থাক্‌বি তো ?

নলিনী। থাক্‌ব, ভয় নেই।

মালতী। (দৌড়িয়া নলিনীকে ঠেলিয়া দিয়া) তোর মাথা কিছু খারাপ না হওয়া পর্য্যন্ত ওকে দেখা দিস্ না—এখন দৌড়ে যা। (উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

(জনা দৌলৎকে নিয়া আসিল)

জনা। এদিকে আসুন। বসুন। ঠাকরুণ একটু কাজে আছেন।

দৌলত। ওঁদের মেয়ের সঙ্গে দেখা হয় না ?

জনা। কোন্‌টির সঙ্গে ?

দৌলত। কোন্‌টির সঙ্গে ? কটি আছে এখানে ?

জনা। মাত্র দুটি।

দৌলত। দুটি ! নাম কি তাদের ?

জনা। মালতী আর নলিনী।

দৌলত। হাঁ ! মালতী, মালতী—সেই নাম ! গিয়ে বল আমি দেখা করতে চাই।

জনা। কি নাম বল্‌ব ?

দৌলত। দৌলত পাল। (জনা নিষ্ক্রান্ত) পথে ছাতাটা হারিয়ে এলুম। দাসীটা বেশ। (trick chair এ বসিল) বেশী দেরী করবে না হয়ত মালতী আস্‌তে। রীতিমত তার প্রেমে পড়ে গেছি—নইলে গাড়ীতে ছাতা ফেলে আসতুম না। জীবনে আর একবার ছাতা ভুলে ফেলে এসেছিলুম—যখন হিরণ্ময়ীর কাছে মনের কথা খুলে বলতে যাচ্ছিলুম। হিরণ্ময়ীই ছিল আমার জীবনের প্রথম প্রেয়সী, ছাতার পিছনে ছুটাতেই তাকে হারিয়েছিলুম—মনের কথা বলবার স্থযোগ আর হয়নি। হিরণ্ময়ী এখনো এ মর জগতে আছে কিনা কে জানে। আজ আবার তার কথা মনে আসছে। যাক্‌, এখন মালতীর কথা—তাকে— (চেয়ারের একটু সম্মুখে আসিয়া বসাতে উল্টিয়া মেঝেতে পড়িয়া গেল)

(মালতীর প্রবেশ, সে আসিয়া দৌলতকে ধরিয়া তুলিল)

মালতী। কি বল্‌ছিলেন দৌলৎ বাবু?

দৌলৎ। (উঠিয়া) হাঁ, হাঁ, বলছিলুম—

মালতী। কেমন আছেন!

দৌলৎ। বেশ ভালো।

মালতী। বস্থন। (মালতী trick chairএ বসিতে গেল, দৌলৎ তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহাকে বাধা দিল)

দৌলৎ। (মালতীকে সোফায় বসাইয়া) না, না, এখানে বসো না।

মালতী। খুড়ীমার আসতে একটু দেরী হবে।

দৌলৎ। সে তো ভালো কথা।

মালতী। তবে আমিই যথাসাধ্য আপনার অভ্যর্থনা করছি। আপনার আগমনের উদ্দেশ্য শুনতে পারি কি ?

দৌলৎ। জানো না ?

মালতী। না।

দৌলৎ। (স্বগত) ওর বাবা তাহলে লেখেননি দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে) এই—এ্যাঁ—তোমাকে দেখা আর কি !

মালতী। এ আমি বিশ্বাস করি না। আরো কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে।

দৌলৎ। এসেছিলুম এই জন্যে—এ্যাঁ—এ্যাঁ—

মালতী। হাঁ—কি জন্যে ?

দৌলৎ। আন্দাজ করতে পারছ না ?

মালতী। না।

দৌলৎ। (স্বগত) বলে ফেলি। (trick chair এ বসিয়া একটু সম্মুখ দিকে তাহা টানিয়া, প্রকাশ্যে) দেখ, আমি বল্‌তে যাচ্ছিলুম—যে—কিছুদিন যাবৎ আমি—আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি, তুমি—তুমি তা লক্ষ্য করেছ ?

মালতী। হাঁ, দৌলৎ বাবু।

দৌলৎ। আমিও তাই মনে করেছি। তোমাকে আজ বলতে এসেছি, তোমাকে আমি কতখানি—

মালতী। (দুষ্টামি করিয়া) ওঃ, দৌলৎ বাবু!

দৌলৎ। তবে তোমাকে সরলভাবে জানাচ্ছি তুমিই আমার প্রথমা নও—

মালতী। না?

দৌলৎ। ঈর্ষ্যা এনোনা মনে, এখন আমার মন আমি জানতে পেরেছি—তখন জানতে পারিনি। (স্বগত) বেশ বলিছি কিন্তু।

মালতী। হিরণ্ময়ী—সুন্দর নামটি, না? (যেন ঈর্ষ্যা হয়েছে এই ভাবে মালতী মুখ ফিরাইল, দৌলৎ তাহার ইর্ষ্যা দূর করিবার উদ্দেশ্যে সম্মুখে ঝুঁকিয়া যেই কথা বলিল অমনি উল্টটাইয়া পড়িল) আঃ! মালতী নামটিও তাই—মালতী—(দৌলৎকে জড়াইয়া ধরিয়া তুলিল) ওঃ দৌলৎবাবু! লাগেনি তো?

দৌলৎ। সে থাক্‌গে। (দৃঢ়ভাবে) এই চেয়ারটা এখান থেকে সরানো উচিত। (মালতী দৌলৎকে তার পাশে আসিয়া বসিতে আহ্বান করিল) মালু, মালু—এই নামে ডাক্‌তে তোমার আপত্তি নেই তো?

মালতী। না।

দৌলৎ। (বাহুদিয়া জড়াইয়া) তুমি আমার?

মালতী। তোমার। দৌলৎবাবু একখানা গান শুনিয়ে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা কর।

দৌলৎ। আচ্ছা, শোন।

(গান)

রূপ যৌবনে লাগলে ভাটা
প্রেমের তরী বাওয়া দায়।
ভাঙ্গা তরী পাল পায় না
জখম হয় মাঝ দরিয়ার ॥
খাবি খেতে খেতে সেটা
ডুবে পরে মরে।
নূতন প্রেমের নবীন পান্‌সী
ভাসে তারি পরে ॥

(উৎফুল্ল ভাব দেখাইয়া) চমৎকার! এলুম! দেখলুম! জয় করলুম!

মালতী। ওঃ! একেবারে যে 'লুমের' ছড়াছড়ি। এখন ঠক্ ঠকা ঠক্ আরম্ভ না হলে হয়।

দৌলৎ। ওঃ! আমি—

মালতী। এত ভালবাসেন আমাকে?

দৌলৎ। প্রমাণ করবার সুযোগ দাও। তোমার জন্যে আমি মানুষের যা সাধ্যায়ত্ত তা সব করতে পারি।

মালতী। ওঃ, বীরশ্রেষ্ঠ!

দৌলৎ। আমার সঙ্গে কেউ পারবে না।

মালতী। খুসি হলুম। আমার জন্যে আপনি কিছু করেন আমি তাই চাই।

দৌলৎ। একবার শুধু বল—

মালতী। শুনুন। দুজন দুস্থ প্রেমিক প্রেমিকাকে আপনার সাহায্য করতে হবে।

দৌলৎ। বল, বল, তোমার জন্যে সব করতে পারি!

মালতী। আমার খুড়তুতো বোন নলিনী আমার খুব আদরের।

দৌলৎ। তার চাইতে আদরের আছে আমার কাছে।

মালতী। বাধা দেবেন না—

দৌলৎ। হাঁ, দেবই—সামান্য একটু বাধা—(দুই হাতে তার গাল চাপড়াইয়া দিল) কেমন, হয়েছেতো ?

মালতী। নলিনীর একটি প্রেমিক আছে। তার এক কাকা জিদ করেছেন যে মৃগেনবাবু—নলিনীর প্রেমিক আর কি—জানেন না ?

দৌলৎ। জানতুম না, এখন জান্‌লুম।

মালতী। তার কাকা জিদ করছেন তাকে এক ধনী কন্যা বিয়ে করতে হবে। ভয়ঙ্কর কথা নয় ? আর মৃগেনবাবুর খুড়া খুড়ী পিসীরা সব নলিনীকে তার সঙ্গে দেখাও করতে দেয় না—

দৌলৎ। (তাড়াতাড়ি) হাঁ, বুঝছি, তোমার খুড়ীর কাছে গিয়ে এখন আমি নলিনীর সঙ্গে তার বিয়েতে মত দিই এই তুমি চাও ?

মালতী। (দ্রুত) হাঁ, বুঝলেন তো ? কিছুক্ষণের জন্যে আপনি কাকা সাজুন, এবং খুড়ীমাকে গিয়ে বলুন যে আপনার আপত্তি নেই, মৃগেন এখানে আসতে

পারে, আপনার টাকা পয়সা তাকেই আপনি দিয়ে যাবেন।

দৌলৎ। (মালতীর দিকে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া) ঠিক বুঝলুম বল্‌তে পারিনা—আবার বলবে ? (মালতী ধীরে ধীরে তার উক্তিটি আবার বলিল) এ্যাঁ! না, এ হবে না আমাকে দিয়ে।

মালতী। সত্যি সত্যি তো নয়—শুধু ভাণ করতে হবে।

দৌলৎ। ওঃ! শুধু ভাণ – তা, না, এ পারব বলে তো মনে হয়—শেষে মুস্কিলে পড়তে হবে।

মালতী। (উঠিয়া অভিমানপূর্ণ স্বরে) আমি ভেবেছিলুম আপনি আমাকে ভালবাসেন।

দৌলৎ। এ্যাঁ! তাই তো বাসি, তবে নলিনীকে তো বাসি না।

মালতী। (রাগিয়া) তাহলে আপনি—এই বুঝি বীর আপনি! আপনি ভাল লোক নন্, আপনার সঙ্গে আমার কোনো কথাই নেই। (সরিয়া গেল)

দৌলৎ। (উঠিয়া অনুসরণ করিল) ওঃ, যেওনা, যেওনা।

মালতী। (ফিরিয়া) আমাকে ভালবাসলে নলিনীকেও আপনার ভালবাসতে হবে। আপনি তো বলেছেন আমি যা বলি করবেন। (সরিয়া যাইতে লাগিল)

দৌলৎ। (অনুসরণ করিয়া) হাঁ, কিন্তু তুমি যে চাও আমাকে গল্প বলতে বল্‌ছ—

মালতী। (আবার ফিরিয়া) আমি বল্লে পরীর গল্পও আপনাকে বলতে হবে। যা বলি তাই করুন, নতুবা ফিরে গিয়ে বাবাকে জানিয়ে দিন, আমি আপনাকে প্রত্যাখ্যান করলুম। এই আপনার ভালবাসা? (কৃত্রিম রাগে মাটিতে পদাঘাত করিয়া পায়চারি)

দৌলৎ। আঃ! কি সুন্দর! যা বলে না করলে হারাতে হবে একে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, মালু, কি করতে হবে বল।

মালতী। আমার বোন নলিনীকে আপনি ভালবাসেন? বলুন—হাঁ।

দৌলৎ। (অত্যন্ত মুস্কিলে পড়িয়া) হাঁ—হাঁ—বাসি—একে ছাড়া আর কাউকে কোনোদিন ভালোই বাসিনি।

মালতী। (বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া) কিবলছেন আপনি?

দৌলৎ। (মনে হওয়ায়) এঁ্যা?—না—তা নয়।

মালতী। এখন, শুনুন! আপনাকে এইটুকু করতে হবে—আপনার নামটি বদ্‌লাতে হবে—কিছুক্ষণের জন্যে আপনাকে রায় মশায় সাজতে হবে।

দৌলৎ। রায় মশায়?

মালতী। আমার বোন নলিনীর মাথা একটু নষ্ট হয়ে গেছে দুঃখে—তার জন্যে যদি এটুকু না করেন—

দৌলৎ। মাথা নষ্ট হয়ে গেছে! কাছে এলে ভয়ের কারণ নেই তো?

মালতী। না, মনটা একটু বিকল হয়ে গেছে শুধু—এটুকু না করলে আপনি আমাকে কিছুতেই পাবেন না।

দৌলৎ। (স্বগত—সরিয়া গেল) রায় মশায়! কি অদ্ভুত!

মালতী। এই নামেই আপনি খুড়ীমার সঙ্গে দেখা করবেন, আর বলবেন বিয়েতে আপনার মত আছে—আর তখন—

দৌলৎ। আর তখন—এখন পারি কি? (মালতীর নিকটে চুম্বনোদ্যত)

মালতী। না, মৃগেনবাবুকে তার দয়িতাটিকে গ্রহণ করতে এখানে আসতে না দেওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন—আর তখন—

দৌলৎ। কি?

মালতী। তখন হয়ত আপনি পারেন। (মুখ ফিরাইল—ফ্যাকাশে মুখ এবং খোলা এলোমেলো চুল লইয়া নলিনীর প্রবেশ) { আমোদ এবং বিস্ময় অনুভব করিয়া } এই আমার খুড়তুতো বোন।

দৌলৎ। (স্বগত) মরুকগে খুড়তুতো বোন! (ফিরিয়া নলিনীকে দেখিয়া—প্রকাশ্যে) বেচারি! বেচারি!

মালতী। নলিনী, এই দৌলৎবাবু।

নলিনী। (শূন্য স্বরে শূন্য দৃষ্টিপাত করিয়া) দৌলৎ! দৌলৎ!

সম্পদে দৌলতে কিবা আসে আর যায়,
তারে নিয়ে সুখী হব গাছের তলায়॥

দৌলৎ। (মুখ ফিরাইয়া) ওঃ!

মালতী। (দ্রুত—স্বগত) হাসি যে ফেটে পড়তে চায়! (প্রকাশ্যে) নলিনী, শান্তহ।

দৌলৎ। (স্বগত) মেয়েটীর ভারি খারাপ অবস্থা দেখছি।

মালতী। মনে আছেতো, ভাই, ইনিই দৌলৎবাবু? (দৌলৎকে ইঙ্গিত করিল—নলিনীর কাছে যাইতে)

দৌলৎ। (মালতীর প্রতি) কিছু যেন বল্‌তে চাচ্ছে!

নলিনী। (দৌলতের নিকটে গিয়া) আপনার গায় মণিমুক্তা ঝুলছে না যে?

দৌলৎ। (মালতীর প্রতি) কি বল্‌ছে ও?

মালতী। বলছে—"আপনার গায় মণিমুক্তা ঝুলছে না যে?"

দৌলৎ। এর মানে? ওঃ, দৌলৎ নাম বলে।

মালতী। হাঁ, বলছে দৌলৎ বাবুর ধন দৌলৎ কই?

দৌলৎ। এ্যাঁ এ্যাঁ—অনেক সময়ই কি এ রকম থাকে?

মালতী। হাঁ—ওর একটু উপকার করবেন তো?

নলিনী। (দৌলতের কাছে জানুপাতিয়া বসিয়া) কৃপা কর, কৃপা কর, ওহে দয়াময়, পড়ুক অভাগী পরে নয়ন সদয়। ওগো, ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও, আমার প্রিয়েরে ফিরিয়ে দাও। (পা জড়াইয়া ধরিল)

দৌলৎ। নিশ্চয়, নিশ্চয়। ওঃ, আমার পায় যে চিম্‌টি কাট্‌ছে!

নলিনী। (উঠিয়া কাঁদ কাঁদ সুরে) দৌলৎ, শোন, আমার

প্রিয়েরে ফিরিয়ে দাও, নইলে তোমার মণিমুক্তা সব নষ্ট হবে—

দৌলৎ। (স্বগত) ওঃ, অভিশাপ দিচ্ছে!

নলিনী। এ সুন্দর দেহটি শিয়াল কুকুরের খাদ্য হবে—

দৌলৎ। ওঃ, দুষ্ট মেয়ে!

নলিনী। তোমার পার্থিব অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র থাকবে না।

(সমুচ্চ উন্মত্ত হাসি হাসিয়া নিষ্ক্রান্ত)

(এতক্ষণ কথাবার্ত্তার সময় নলিনীর মুখ যখন দৌলতের দেখিবার কথা নয় তখনই তাহাতে হাসি ও কৌতুকের দীপ্তি, অন্য সময় পাগলের লক্ষ্য। নলিনী নিষ্ক্রান্ত হইলে দৌলৎও মালতী সেই দিঃক তাকাইয়া রহিল)

মালতী। ভারি কষ্টের কথা নয়?

দৌলৎ। বেচারি যাবার সময় যেন একটু ভালো হয়ে গেছে দেখ্‌লুম।

মালতী। এত খারাপ তো আর তাকে কখনো আমি দেখিনি।

দৌলৎ। কিন্তু ঐ রায় মশায়ের কথা—তাঁর সম্বন্ধে তো আমি কিছুই জানি না।

মালতী। খুড়ীমাও তো জানেন না।

দৌলৎ। তারপর তোমার খুড়ীকেও জানি না।

মালতী। মৃগেন বাবুর কাকায় ওতো জানেন না।

দৌলৎ। আচ্ছা, দেখা হলে কি বলতে হবে আমাকে?

মালতী। বলবেন—(অনুকরণ করিয়া) দেখুন, আমার ভাই-

পোর বিয়ে নিয়ে আমি মিছামিছি এতদিন আপত্তি করেছি। তার সঙ্গে মালতীর—না, না—আপনার ভাসুরঝির বিয়েতে আমার মত আছে। এইভাবেই চালিয়ে যাবেন, দেখবেন খুড়ীমাই আপনার কথা জুগিয়ে দেবেন।

দৌলৎ। ওঃ! তাহলে এই ভাবেই চালিয়ে যাব, আর খুড়ীমাই আমার সাহায্য করবেন? খুড়ীমার খুব দয়া বলতে হবে।

মালতী। হাঁ, হাঁ, খুব ভালো মানুষ তিনি। এখন আমি যাই, তাঁকে গিয়ে বলি আপনি এসেছেন।

(সম্মুখের দরজায় ঘা)

দৌলৎ। এখনো যেওনা, যেওনা। (অল্প ভয়ে তাহাকে অনুসরণ করিয়া তাহার হাতে ধরিয়া ফিরাইয়া আনিল) আমি কে ঠিক জানি না যে এখনো—

মালতী। আপনি রায় মশায়।

(ভৃত্য ফণীকরকে সঙ্গে নিয়া আসিল)

ফণী। এঁ্যা! ভালো আছেন? মৃগেন—

মালতী। হাঁ, ভালো! পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি—ইনিই রায় মশায়, মৃগেন বাবুর কাকা।

দৌলৎ। ভালো তো? ভালো তো? (স্বগত—সরিয়া গেল) এই আরম্ভ করে দিলুম।

ফণী। (বিস্মিত) মৃগেনের কাকা? এখানে? আপনার সঙ্গে? তাহলে সব ঠিক হয়ে গেছে?

মালতী। হাঁ, ঠিক হয়ে গেছে—উনি খুড়ীমার সঙ্গে দেখা করতে অপেক্ষা করে আছেন।

দৌলৎ। হাঁ, খুড়ীমার সঙ্গে দেখা করতে অপেক্ষা করে আছি।

ফণী। বাঃ! মৃগেন শুনে ভারি খুসি হবে। আপনিও—

মালতী। (চুপ করিতে ইঙ্গিত করিয়া) না! আমি নই—নলিনী খুসি হবে।

ফণী। এঁ্যা? ওঃ! হাঁ, হাঁ, আপনি সুখী হয়েছেন শুনে সেও সুখী হবে।

মালতী। (এলোমেলো ভাবে বলিতে লাগিল) হাঁ, হাঁ, আপনিও খুসি হবেন, আমি খুসি হয়েছি বলে, আমিও খুসি হব সে খুসি হয়েছে বলে, সে খুসি হবে এ খুসি হয়েছে বলে।

দৌলৎ। (স্বগত) আমি এর বাইরে, কারণ আমি তো খুসি হইনি।

ফণী। নলিনী কোথায়?

মালতী। (দ্রুত) ওঃ, ভারি অসুস্থ সে। না, রায় মশায়?

দৌলৎ। ওঃ, খুব।

মালতী। আপনি এসেছেন ভালোই হয়েছে—আপনাকে দোকানে পাঠাতে হচ্ছে একটা ওষুধ আনতে—এই এক শিশি—এক শিশি ওডিকলোন মাথায় দিবার জন্যে।

ফণী। মাথা গরম হয়েছে। ওঃ! যাই, নিয়ে আসি। হাঁ, ভালো কথা, মৃগেন তার ভালোবাসা জানাচ্ছে—

মালতী। (ইঙ্গিত করিয়া) নলিনীকে?

ফণী। (ফিরিয়া আসিয়া) আপনাকে!

মালতী। হাঁ, তা আমাকেও বটে। (দৌলতের প্রতি) বেশ লোক, না?

দৌলৎ। হাঁ, বেশ লোকই তো বটে, সকলেই যখন তাকে ভালবাসে। (ফণীর প্রতি) আপনি তার বন্ধুলোক—ভারি দুঃখিত হলুম কালকের খাওয়ায় আপনি যান নি।

ফণী। কই, মৃগেন তো আমাকে যেতে বলেনি।

দৌলৎ। বলেনি? ভারি ভোলা মন তার! তবে আপনাকে সে খুব ভালবাসে। বলে যে তা—তা—আপনার নামটা না কি? নাম আমার কিছুতেই মনে থাকে না।

মালতী। (হঠাৎ বাধা দিয়া) ফণী কর।

দৌলৎ। হাঁ ঠিক, ফণী কর। (স্বগত) কি যে বলছি মাথামুণ্ডু কিছুই ঠিক নেই। যাক, চলে যাচ্ছে তো।

(ফণী দরজার দিকে গেল, মালতী খুসি হইয়া তাহার অনুসরণ করিল)

ফণী। কিন্তু আমাকে যেতে হচ্ছে ওডিকোলোনের জন্যে, হায় বেচারি নলিনী!

মালতী। হাঁ, যান। দেবেন মিত্তিরের দোকান থেকে

আনবেন, মাত্র তিন মাইল ব্যবধান আর কি! ওর জিনীস ভালো।

ফণী। এ্যাঁ? আচ্ছা। ওঃ! মৃগেনের কাকা? ওকে বলতে হচ্ছে। (নিষ্ক্রান্ত)

(জনার প্রবেশ)

জনা। দিদিমণি, আপনার খুড়ীমা ডাকছেন। আমি বল্লুম কে একজন দেখা করতে এসেছেন, তিনি বল্লেন—নিয়ে আয়।

মালতী। (জনান্তিকে) নাম বলিস্‌নি তো?

জনা। না, না, তা বলিনি। না বলতেই যে বলে দিলে তুমি। (নিষ্ক্রান্ত)

দৌলৎ। ওঃ! মালু, এখনো যেওনা, খুড়ীমা সম্বন্ধে কিছু বল আমাকে।

মালতী। ওঃ, তিনি মাঝে মাঝে একটু অদ্ভুত হয়ে পড়েন। ওঁর কথায় কথায় তখন সায় দিয়ে যাওয়া দরকার।

দৌলৎ। ওঃ, তাই নাকি! বেশ, কথায় কথায় সায় দিয়েই যাব।

মালতী। (দরজার দিকে গিয়া) যাই, বলি গিয়ে। (দরজায় ফিরিয়া) সাহসে বুক বাঁধুন, রায় মশায়। বীর প্রেমিকের কথা মনে রাখবেন। (হাসিয়া নিষ্ক্রান্ত)

দৌলৎ। মনে হচ্ছে গোল পাকিয়ে তুলবো—এ ব্যাপার হাতে

নেওয়াই ঠিক হয়নি। (দীনময়ীর প্রবেশ) {স্বগত}
ঐতো, এখনি সুরু করতে হবে!

দীনময়ী। (অগ্রসর হইয়া) রায় মশায়, আপনাকে দেখে খুসি হয়েছি। আমার ভাসুরঝি বল্লে, কতক তার জন্যে কতক আপনার ভাইপোর জন্যে আপনি এসেছেন। পৃথিবীটা তো এই ছেলে ছোকরাদের জন্যে, আমরা তো এখন ধীরে ধীরে সব গুটিয়ে নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আসছি। (Trick chairএ বসিতে উদ্যত, দৌলৎ দৌড়িয়া গিয়া trick chair সরাইয়া নিল)

দৌলৎ। মাপ করবেন, এতে বসবেন না।

(দীনময়ী অন্যত্র বসিল)

দীনময়ী। বুঝলুম ভাইপোর প্রতি আপনার ভালোবাসা আপনার মত বদ্‌লিয়ে দিয়েছে।

দৌলৎ। (দ্বিধার সহিত) হুঁ—হাঁ।

দীনময়ী। রায় মশায়, আপনার বোনের এক চিঠি পেয়েছি, তিনি অবিশ্যি আপনার এখানে আস্‌বার কথা কিছু বলেননি, তিনি আজকেই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন—লিখেছেন। জানেন তো এ বিষয়ে আমাদের মতের সঙ্গে ওঁর মতের কোন দিন মিল হয়নি, আর পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে, আপনার মত পরিবর্ত্তনের কথা তাঁকে জানান নি।

দৌলৎ। (স্বগত) মত পরিবর্ত্তন?

দীনময়ী। তিনি এলে এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা হতে পারবে।

দৌলৎ। হাঁ, এ বিষয়ে অনেক আলাপাদি হতে পারবে বৈকি! কিন্তু আমার যে এক্ষণি সহরে ফিরা দরকার। (উঠিল)

দীনময়ী। না, না, তা বলবেন না। (হাত ধরিয়া বসাইল) আচ্ছা, চন্দনারা কি বলছে ?

দৌলৎ। (স্বগত) ঐ রে, অদ্ভুত হতে চলছে। এখন কথায় কথায় সায় দিয়ে যেতে হবে। (প্রকাশ্যে) চন্দনারা কি ভাবে নিচ্ছে—ওঃ, বেশ ভালো ভাবেই।

দীনময়ী। তার উপর খুব হঠাৎ এসে পড়েছে এটা নিশ্চয়।

দৌলৎ। হাঁ তাই, এ ধাক্কা সে সামলাতে পারে নি।

দীনময়ী। (শঙ্কিত) ওঃ, আপনি কি বলছেন সে মারা গেছে ?

দৌলৎ। হাঁ, হাঁ, তাই। (স্বগত) যা খুসি বলে যাই।

দীনময়ী। (চিন্তিত ও দুঃখিত ভাবে) তা হলে তো সব বাধা দূরই হয়ে গেছে।

দৌলৎ। তা জানি না।

দীনময়ী। আপনার ভাইপোর বিয়ের কথা বলছি।

দৌলৎ। ওঃ! হাঁ, ঠিক, ঠিক!

দীনময়ী। আপনার ভাইপোকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন না কেন ?

দৌলৎ। জানেন, আপনি তা কি ভাবে দেখবেন সে তো জানতুম না।

দীনময়ী। ওঃ ঠিক! এখনি আসতে তার করে দেব তাকে?
(উঠিল)

দৌলৎ। (শঙ্কিত) এ্যাঁ? না, না, কিছুতেই না, সে বাড়ী আছে বলে মনে হচ্ছে না। (উঠিয়া স্বগত) চালাচ্ছি তো মন্দ নয়—চন্দনার ব্যাপারও তো কাটিয়ে দিয়েছি।

দীনময়ী। এখন আপনার জন্যে একটু জল খাবার আনাই? একটু চা এবং আর কিছু? (সরিয়া গেল)

দৌলৎ। ধন্যবাদ। (স্বগত) চা তো লঘু জিনীস, আর কিছুটাও অস্পষ্ট! (প্রকাশ্যে) আর কিছু চল্‌তে পারে।

দীনময়ী। চলুন ও ঘরে।

দৌলৎ। খুসি হলুম। (দীনময়ী নিষ্ক্রান্ত) চালাচ্ছি তো বেশ।
(নিষ্ক্রান্ত)

(মৃগেন্দ্র এবং ফণীর প্রবেশ। অন্য দিক হইতে
মালতীর প্রবেশ)

মৃগেন্দ্র। এ বাজে কথা ফণী, এখানে তিনি আসতেই পারেন না।

ফণী। বাঃ! আমার সঙ্গে যে আলাপ পরিচয় পর্য্যন্ত হয়ে গেল, উনি বল্লেন আমাকে নিমন্ত্রণ করবার জন্যে তিনি তোমাকে বলেছিলেন।

মৃগেন্দ্র। মিথ্যা কথা।

মালতী। (পিছনে) কৃখ্‌। (নিকটে আসিল)

মৃগেন্দ্র। মালতী! (তার নিকটে গেল)

মালতী। চুপ! জোরে কথা ক'ও না।

মৃগেন্দ্র। কি ব্যাপার? বলি, কাকা বাবু এসেছেন নাকি এখানে!

মালতী। এসেছেন এবং আসেন নিও! বেশ গোলমাল পাকিয়ে তুলেছি, আমাকে সাহায্য না করলে এথেকে বেরুতে পারব না, তুমি কি জন্যে এসেছ?

মৃগেন্দ্র। আমাকে দেখে খুসি হওনি তাহলে?

মালতী। না, তুমি সব মাটি করে দেবে!

ফণী। এই, ওডিকোলোন নিয়ে এসেছি। নলিনী কেমন?

মালতী। ওঃ! নলিনীর কিছু হয়নি। শুনুন—ঐ ব্যাটা দৌলৎ পাল আমার সঙ্গে ওর নিজের বিয়ের প্রস্তাব করতে এসেছে, আমি তার কাছে স্বীকৃত হয়েছি এই সর্ত্তে, যে সে নিজকে তোমার কাকা বলে চালিয়ে বল্‌বে, যে আমাদের বিয়েতে তার কোনো অমত নেই।

ফণী। কিন্তু আপনি দুজনকে বিয়ে করতে পারেন না।

মালতী। তা জানি, তাইতো আমি তাকে বলেছি যে মৃগেন বাবু নলিনীর ভালবাসার পাত্র।

ফণী। মৃগেন নলিনীর ভালবাসার পাত্র? তাহলে আমার সম্বন্ধে কি?

মালতী। আর—এখন আপনারা দুজনেই উপস্থিত—বেশ

জটিল হয়ে উঠেছে ব্যাপার। তোমাকে চলে যেতে হবে, মৃগেন বাবু, তুমি আবার এলে কেন এখানে ?

মৃগেন্দ্র। জানো তো, আমাদের পিসী বরাবর আমাদের পক্ষেই ছিলেন, তাঁকে বলেছি এখানে এসে সব পরিষ্কার করতে, তিনি এখনি এসে পড়বেন।

মালতী। (হতবুদ্ধি হইয়া) যাও, এখনি পথে আটকাও গিয়ে।

মৃগেন্দ্র। অসম্ভব।

মালতী। কি করব এখন তবে ? যাই, নলিনীর সঙ্গে পরামর্শ করি গিয়ে। তোমরা এখানেই থাক।

দীনময়ী। (বাহির হইতে) মালতী, মালতী !

মালতী। (কাণাকাণির স্বরে) ঐ খুড়ীমা ! (পা টিপিয়া যাইতে যাইতে বলিল) কথা বলতে সাবধান—তোমার পিসীর কথা কিন্তু খুড়ীমাকে কিছুই ব'লো না। (নিষ্ক্রান্ত)

(দীনময়ীর প্রবেশ)

দনীময়ী। মেয়েরা গেল কোথায় ? (ফণীকে দেখিয়া তার নিকট গেল) আঃ, ফণী, কেমন আছ ?

ফণী। ভালো। আপনার সঙ্গে মৃগেনের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। ওঁর কাকা নাকি এখানে এসেছেন, তা শুনে সেও এসে উপস্থিত হয়েছে এই আশা করে, যে তাতে তাড়াতাড়ি হয়ত সব গোলমাল মিটে যেতে পারে।

মৃগেন্দ্র। (নিকটে আসিয়া) হাঁ, তাই আমি এসেছি।

দীনময়ী। তোমাকে দেখে খুসি হলুম, বাবা। অবিশ্যি তোমার কাকা যা বল্লেন তারপর সব গোলমাল চুকেই যাবে। তা চন্দনার বাধা তো গেছে। (মৃগেন ফণী উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে হতবুদ্ধি ভাবে চাহিল) বেচারির মৃত্যুতে সব বদলে গেছে এতটা আশা করতে পারি নাই আমরা। তোমরা বস, আমি ওদের খোঁজ করি। (ডাকিল) নলিনী! নলিনী! (নিষ্ক্রান্ত)

(ফণী, মৃগেন উভয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল)

মৃগেন্দ্র। চন্দনা মরেছে? অদ্ভুত! কাকাবাবুর সঙ্গে যে আজ সকালেও তাকে নিয়ে বচসা হয়ে গেল আমার। তিনি বল্লেন আজকেই তিনি এ সম্বন্ধে এক চিঠি পেয়েছেন—তাইতো পিসিমা আসছেন এখানে। আমার নতুন কাকায় যে সব গোলমাল করে তুল্লে।

(দৌলতের প্রবেশ)

ফণী। (স্বগত) ঐ সে, চুপ! চুপ! তোর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি—কথায় সায় দিয়ে যাস্।

দৌলৎ। (স্বগত) জল খাবার তো খাওয়া গেল, এখন মৃগেনের পিসি আস্‌বার আগেই ভাগতে হয়।
(যাইতে উদ্যত)

ফণী। (তাহাকে থামাইয়া) রায় মহাশয়, আমার কাজ সেরে এসেছি, আপনার সঙ্গে এর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি—

(মৃগেনের দিকে ফিরিয়া; দৌলৎ সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল, ফণী ফিরিয়া তাহা দেখিল এবং তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিল) ইনি হলেন আপনারি ভাইপোর একবন্ধু।

দৌলৎ। ফিরিয়া নমস্কার করিয়া তৎক্ষণাৎ দরজার দিকে অগ্রসর হইল, ফণী মৃগেনের সঙ্গে গেল এবং তাহাকে আবার ফিরাইয়া আনিল) ওঁর নাম কি?

ফণী। (মৃগেনের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া) মানিক।

দৌলৎ। এ্যাঁ, বেশ, বেশ! আসি তবে। (যাইতে উদ্যত, সেই সময় দীনময়ীর প্রবেশ)

দীনময়ী। (দৌলৎকে আটকাইয়া) কোথা যাচ্ছেন? খুসি হলুম —আপনার ভাইপোর সঙ্গে কথা বলে সব ঠিকঠাক করে ফেলছেন দেখে।

দৌলৎ। (স্বগত—বিস্মিত) আমার ভাইপো!

মৃগেন্দ্র। (দৌলতের বাহু ধরিয়া টানিয়া জনান্তিকে) কি বলেন সাবধান, আমি মৃগেন্দ্র রায়।

দৌলৎ। আপনি মৃগেন্দ্র রায়? তাহলে আমি কে?

(জনার প্রবেশ)

জনা। মিস্ রায় এসেছেন! (দীনময়ী অগ্রসর হইয়া গেল)

হিরণ্ময়ীর প্রবেশ, দীনময়ীর সঙ্গে তার অভিবাদন ইত্যাদি। দৌলৎ সরিয়া হিরণ্ময়ীর দিকে পিছন দিয়া রহিল। মালতী এবং মৃগেন এইভাবে চালাইয়া যাইতে তাহাকে ইঙ্গিত করিল। দৌলতের মুখে এবং ভাবভঙ্গীতে আতঙ্ক, মুখ লুকাইবার চেষ্টা।

দৌলৎ। (স্বগত) মৃগেনের পিসি! খেয়েছে! (চলিয়া যাইবার চেষ্টা, মৃগেন ও মালতী তাহাকে আট্‌কাইল)

দীনময়ী। মিস্ রায়, আপনাকে দেখে ভারি খুসি হলুম। আপনার ভাইও আগেই এসেছেন। এখন তাহলে আর কোনো গোলমাল নেই।

হিরণ্ময়ী। আমার ভাই? তিনি তো বাড়ীতে।

দীনময়ী। তাহলে তিনি লুকিয়ে আপনার আগেই এসে পড়েছেন। (দৌলৎকে দেখাইল)

হিরণ্ময়ী। (মুখ তুলিয়া দৌলতের দিকে চাহিয়া) আমার ভাইয়ের মত তো দেখাচ্ছে না, তিনি এত মোটা নন্। এ লোকটা ভণ্ড! (নিকটে গিয়া দৌলতকে ধরিয়া ঘুরাইল) দৌলৎ বাবু!

দৌলৎ। হিরণ্ময়ী! (trick chairএ বসিয়া তৎক্ষণাৎ উল্টিয়া পড়িয়া গেল, হিরণ্ময়ী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার উপক্রম, ফণী, নলিনী, দীনময়ী দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে ধরিল, মালতী এবং মৃগেন বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল)



দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(দৃশ্য।—হরেন্দ্র রায়ের বাড়ী। বিধু দুইজনের উপযুক্ত খাবার সাজাইতে প্রবৃত্ত)

বিধু। কর্ত্তা তো কাল সকালে দাদাবাবুকে গালাগালি দিয়ে কয়দিনের জন্যে কোথায় চলে গেলেন! আর হিরণ ঠাকুরুণ কোত্থেকে রাত্রে কালো মুখ করে এলেন, সকালেও উঠ্‌ছেন না। বলছেন অসুখ করেছে। এখন আমি সব না দেখলে সংসার চলবে কি করে?

(যাত্রীর উপযুক্ত পোষাক ও জিনীস পত্র লইয়া রমেশ রায়ের প্রবেশ। তাঁর বয়স চল্লিশ পঞ্চাশের মাঝামাঝি, খুব হাসি-খুসি ভাব)

রমেশ। বিধু, আমি তো এলুম। বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে, খাবার টাবার তৈরী হয়েছে তো?

বিধু। (চম্‌কিয়া) ওমা! বড় বাবু যে! আমাকে যে একেবারে চম্‌কে দিয়েছিলেন, খাবার তো তৈরীই আছে এখানে। দুজনের উপযুক্ত রয়েছে—আপনার চল্‌বে আশাকরি।

রমেশ। কর্ত্তা কয়েকদিনের জন্যে কোথায় গেছেন! এ্যাঁ! পূর্ব্বের সূর্য্য এরপর পশ্চিমে উদয় হবে দেখছি।

বিধু। আর ঠাকুরুণও অসুস্থ, নীচে নামবেন না। সব উলটপালট হয়ে গেছে।

রমেশ। কিছু ভয় নেই, বিধু, আমি আবার সব ঠিক করে দিচ্ছি।

বিধু। তা আপনি এসেছেন যখন—তখন দেবেন বৈকি!

রমেশ। আমার ঘর ঠিক আছেতো ?

বিধু। হাঁ, আছে বৈকি। হিরণ ঠাক্‌রুণ বলেন—ও সব সময় ঠিক করে রাখতে হবে, কারণ বড় দাদা কখন এসে পড়েন তার কিছুই বলা কওয়া নেই।

রমেশ। আচ্ছা, যাও তুমি। (বিধু নিষ্ক্রান্ত) হরেন্দ্র কোথায় কি করতে গেল—জরুরি কাজ কিছু হবে। হিরণের আবার হলো কি! অদ্ভুত কথা! যাক্, এদের ভিতরকার ব্যাপারে আমি হাত দিতে চাই না, আমি হলুম ভবঘুরে মানুষ, ঘরের ধার ধারি না। হঠাৎ কখন এসে দুই একদিন বিশ্রাম করে যাই। এবারও বেশী দিন ওদের কষ্ট দোব না। খাওয়া যাক্। খাইতে প্রবৃত্ত, বিধু আরো খাবার নিয়া আসিল) হাঁ, হাঁ, আরও লাগবে বৈকি—পেটে আগুন জ্বলেছে।

বিধু। হাঁ, আরো চা কেইক্ নিয়ে এলুম।

রমেশ! (খাইতে খাইতে) আচ্ছা, তোমার কর্ত্তা কখন গেলেন ?

বিধু। কাল সকালে, বড়বাবু।

রমেশ। কোথায় ?

বিধু। জানিনা ; হিরণ ঠাক্‌রুণকে রোয়ানা করে এসে দেখি তিনি নেই।

রমেশ। সে আবার কোথায় গেছিল ?

বিধু। আমি ষ্টেশন পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলুম দাদা বাবুর কাছে—তার বেশী আমি জানি না। কালরাত্রে যখন তিনি ফিরে এলেন, তখন দেখলুম ওঁর কেমন কেমন অবস্থা। দাদাবাবু বল্লেন "বিধু ওঁকে যত্ন করিস্, বড্ড আঘাত পেয়েছেন।"

রমেশ। কি আঘাত ?

বিধু। জানিনা! উনি নিজের ঘরে গিয়ে ঐ যে দরজা লাগিয়ে শুয়েছেন আর দেখিনি তাঁকে। তিনি বল্লে ওঁকে কেউ যেন বিরক্ত না করে।

রমেশ। মৃগেন জানেতো যে হরেন বাড়ী নেই ?

বিধু। না, সকালে ওঁদের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া হয়—দাদাবাবুর বিয়ের কথা নিয়ে। দাদাবাবু বোধ হয় সেই ঝগড়ার কথা মনে করেই, ঠাকরুণকে দরজায় পৌঁছিয়ে দিয়েই রাত্রের জন্য অন্য কোথায় চলে গেছে। কর্ত্তা যে বাড়ী নেই তা ওঁর জান্‌বার কথা নয়। ঠাক্‌রুণ একবার বলেছিলেন শুনেছিলুম কর্ত্তা কোথায় আছেন জানলে টেলি করে দিতেন।

রমেশ। হাঁ, ভালো কথা মনে হলো—গড়ীতে একটা খুব মূল্যবান ছাতা পেয়েছিলুম—রূপোর বাটে সোণার কাজ করা, তাতে নাম ঠিকানাও লেখা আছে—একটা টেলি করে দিতে হচ্ছে—একটা ফারম দেতো।

বিধু। (যাইতে যাইতে) আন্‌ছি।

রমেশ। আর—বিধু—

বিধু। বলুন—

রমেশ। আমার জিনীসপত্র গুলো আমার ঘরে নিয়ে যা।

বিধু। নিচ্ছি। (সব লইয়া নিষ্ক্রান্ত)

রমেশ। (খাইতে খাইতে) বিয়ে নিয়ে ঝগড়া! ব্যাপারটা কি তা জানি। মৃত বিরাজ বাবুর একমাত্র মেয়ে চন্দনার সঙ্গে মৃগেনের বিয়ে দিতে চায় হরেন, মৃগেন বাবাজী অন্যত্র প্রেমে পড়েছে সে খবরও আমার জানতে বাকী নেই। আমি মৃগেনের পক্ষই নোব সে তো জানা কথা। হরেনটার চিরকাল ভীষণ টাকার লোভ। এদিকে হিরণটা কোথায় গিয়ে কালকে কি রকম আঘাত পেয়ে এল, ব্যাপারটা কিছুই বুঝছি না। তবে আমি এসেছি, একদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে আশা করি।

(টেলিগ্রাফের ফারম লইয়া বিধুর প্রবেশ)

বিধু। এই ফারম, বড়বাবু।

রমেশ। (লইয়া) তুই এখন যেতে পারিস এসব নিয়ে। (রমেশ টেলি লিখিতে প্রবৃত্ত, বিধু খাবার জিনীস গুছাইতে লাগিল) আমি এসেছি হিরণকে জানিয়েছিস্?

বিধু। হাঁ, আমি খবর পাঠিয়েছি, বড়বাবু।

রমেশ। এখন কেমন, সে একটু ভালো তো?

বিধু। বোধ হয় ভালোই। পট্‌লি বল্লে এখনই নীচে নাববেন।

রমেশ। ওঃ! তাহলে জেগেছে?

বিধু। পট্‌লি বলছে—

রমেশ। পট্‌লি কে?

বিধু। ওঁর নিজের নূতন দাসী। সে বল্‌লে আমিই তাকে জাগিয়েছি।

রমেশ। তুই? কি করে?

বিধু। হঠাৎ হয়েছে বড়বাবু, আমার হাত থেকে আপনার ব্যাগ লাঠি সব পড়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে ভীষণ শব্দ হয়েছিল—তাই—

রমেশ। এ্যাঁ! কি? এত অসাবধান!

বিধু। হাঁ বড়বাবু, আমার নিজেরি ভারি বিরক্তি হয়েছিল, তবে বেশী কিছু হয়নি, শুধু আপনার ব্যাগের মধ্যে একটা দেশলাইয়ের বাক্স জ্বলে গিয়ে, আপনার অলষ্টারটীর একটা ছেঁদা হয়ে গেছে।

রমেশ। এ্যাঁ! এ্যাঁ! কি?

বিধু। তা রিপু করা যাবে বোধ হয়, বড়বাবু—

রমেশ। (বিরক্ত হইয়া) রিপু! রিপু! হিরণ এসে তোকে যা বল্‌বার বলবে। (উঠিয়া পড়িয়া) "209, Hariraja's Lane." নেতো, এই টেলিটা পাঠিয়ে দে।

বিধু। বারো কথার বেশী হয়েছে নাকি বড়বাবু?

রমেশ। হাঁ, কুড়ি কথা হয়েছে।

বিধু। তাহলে তো বেশী ফিস্ লাগবে।

রমেশ। থাক্‌গে। যা চাই লিখে যাই আমি, পরে একটা নোট ফেলেদি, যা ফেরৎ দিবার দেয়, যেন সব জানতুম এই ভাবই দেখাই আমি। (নোট ও টেলি লইয়া বিধু নিষ্ক্রান্ত; হিরণ্ময়ীর প্রবেশ) আঃ! হিরণ, কেমন আছিস? বেশ হাসিখুসি তো?

হিরণ্ময়ী। (বসিয়া—আবেগহীন ভাবে) বেশ হাসি খুসিটুসি নই—একটু মাথা ধরেছে।

রমেশ। আর কোথায়ও ধরেনি তো? মনে টনে?

হিরণ্ময়ী। (স্বগত) কি অদ্ভুত! জানবার তো কথা নয়। (প্রকাশ্যে) হঠাৎ কোত্থেকে এসে উপস্থিত হলে?

রমেশ। কেন—

(বিধু পুনঃ প্রবেশ করিয়া সমস্ত লইয়া নিষ্ক্রান্ত)

হিরণ্ময়ী। এমন ভবঘুরে মানুষ, তাই—

রমেশ। তাইতো এ প্রশ্ন বাহুল্যমাত্র। ভালো কথা, হরেন মৃগেনের কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল কাল সকালে? সেইবা কোথায় গেল? আর তুইই বা কেন ষ্টেশনে গেলি, আর কোত্থেকে রাত্রির আঘাত পেয়ে ফিরলি? কি রকম আঘাতটা শুনি?

হিরণ্ময়ী। (স্বগত) বল্‌ব না। আমার প্রথম প্রেমের কথা এরা কেউ জানে না। (প্রকাশ্যে) মৃগেনের তো অন্যত্র

মন বসেছে জানো, দাদাও তার জিদ ছাড়ছে না।
দাদাও ক্ষেপে গিয়ে বল্লে যে মৃগেনের মাসহারা
বন্ধ করে দেবে, সেই টাকা কোনো হাঁসপাতালে
পাঠিয়ে দেবে—উইলেরও সে রকম সর্ত্ত আছে জানো।
মৃগেন আমাকে এসে ধরলে, আমিও তার সঙ্গে সেই
খুড়ী দীনময়ী ঠাকরুণের বাড়ী গিয়েছিলুম।

রমেশ। কোনো ফল হয়েছে ?

হিরণ্ময়ী। তা না, আমি যাবার আগে তারা একটা ছলনার
শরণাপন্ন হয়েছিল—আমি গেলে তা—তা—বেরিয়ে
পড়ল—আমি টের পেলুম দাদা এখনো বিয়ের
বিরোধী। কাজেই আগের চেয়ে অবস্থা বরং আরো
খারাপ। (স্বগত—অনেকটা আরাম পাইয়া) যাক্,
বাঁচা গেছে।

রমেশ। আমার মনে হচ্ছে তোমার না যাওয়াই উচিত ছিল।
মেয়েদের ব্যাপারে মেয়েরা হাত না দিলেই ভালো।

হিরণ্ময়ী। (নম্র ভাবে) আমি তো ভালোর জন্যেই দিয়েছিলুম!

রমেশ। আমার ঘর ঠিক আছে শুনলুম, আমি উপরে যাচ্ছি।

হিরণ্ময়ী। আছতো ? খাবার কথা বলতে হবে।

রমেশ। হাঁ, আশা তো করি। (উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

(মৃগেন্দ্রের প্রবেশ, সে সাবধানে চারিদিকে চাহিল, এদিক
সেদিক চাহিয়া দরজায় ফিরিয়া ইঙ্গিত করিল)

মৃগেন্দ্র। বেশ! এখানে নেই! এস।

(ফণী, নলিনী ও মালতীর প্রবেশ)

ফণী। বাগানে ঢুকবার পথটি তো বেশ মজার।

মৃগেন্দ্র। (অর্থপূর্ণ ভাবে) হাঁ, সে অভিজ্ঞতা আমার আছে।

মালতী। ওঃ! মৃগেন বাবু, আমার ভারি ভয় করছে।

মৃগেন্দ্র। আরে সাহস ধর। সম্মুখে এসে কাকা বাবুকে জয় করে নেওয়ার তোমার ফন্দীটি চমৎকার। আমাদের রায় পরিবারের লোকদের বশকরা খুব সহজ, তাদের রক্তের মধ্যেই বশীভূত হবার বীজ রয়েছে, কাকা বাবুও খুব সম্ভব কাবু হবে! (ফণী এবং নলিনী পিছনে চুমু চুমির চেষ্টা করিতেছিল) এই, থাম্ তোরা!

ফণী। ওর চোখে কিছু রয়েছে।

মৃগেন্দ্র। হাঁ, তুই।

মালতী। কিন্তু, তোমার কাকার জন্যে কতক্ষণ অপেক্ষা করে থাক্‌ব ?

মৃগেন্দ্র। এখনি নামবে, আমার ডেকে পাঠানো ঠিক হবে না; তা ছাড়া আমি বাড়ীতে আছি জান্‌লে তোমার সফলতার পথে বিঘ্ন উপস্থিত হবে। (নলিনীকে চুম্বন-রত ফণীর প্রতি) আবার! (মালতীকে চুম্বন করিল এবং দরজার দিকে গেল) এখন ফণী, চল্ আমরা সরে পড়ি।

ফণী। (দরজায়) নলিনী, মনেরেখো, দুজনেই চেষ্টা কর— পরে একদিনেই বিয়ে লাগিয়ে দেওয়া যাবে।

(উভয়ে দরজার কাছ হইতে মালতী-নলিনীর প্রতি হস্ত চুম্বন করিল, সেই সময় বাহিরে রমেশের উচ্চ কাসি শোনা গেল, ফণী, মৃগেন দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল, মেয়েরা ভীত হইয়া গেল)

রমেশ। (বাহিরে) হিরণ!

মেয়েরা। ঐ তিনি।

মালতী। ওঃ! ভারি ভয় করছে; উনি এলে আমি দৌড়ে পালাব। (স্বর বদ্‌লাইয়া) আমাকে কেমন দেখাচ্ছে? সব ঠিক আছে তো?

নলিনী। চমৎকার দেখাচ্ছে! আমাকে কেমন দেখাচ্ছে? ঠিক আছেতো সব?

মালতী। হাঁ, ঠিক আছে। (দুজনেই আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল পোষাক ঠিক করিতে লাগিল)

(কথা বলিতে বলিতে রমেশের প্রবেশ)

রমেশ। হিরণ! আমি শীগ্‌গীরই বেরিয়ে পড়ছি আবার, ভারি মুস্কিল! (মেয়েরা চম্‌কিয়া উঠিল, মালতী নলিনীর হাত ধরিয়া এক কোণে ভীত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই দৃশ্য জুড়িয়া তাহারা পরস্পর সংলগ্ন হইয়া রহিল, এবং যেন এক সেই ভাবে নড়াচড়া করিল) যাবার আগে হিরণের সঙ্গে দেখা হলে হতো! (ফিরিয়া মেয়েদের দেখিয়া) মাপ করবেন! আমি জান্‌তুম না যে—যে—বেশ দিনটি করেছে না? (স্বগত) এরা কে? হিরণের

বন্ধু হবে হয়ত ; অভ্যর্থনা করা দরকার। (প্রকাশ্যে) আপনারা বস্‌বেন না ?

নলিনী। না, আমরা ক্লান্ত হইনি।

রমেশ। চা-টা কিছু—

মালতী। (ঠিক নলিনীর মত সুরে) না, আমরা তৃষ্ণার্ত্ত হইনি।

রমেশ। ভারি সুন্দর দিন।

উভয়ে। হাঁ—ভারি—

রমেশ। একটুও মেঘ নেই আকাশে—

উভয়ে। একটুও নেই—

রমেশ। (স্বগত) কিন্তু আমার অবস্থাতো মেঘাচ্ছন্ন ! বেশ সুন্দরী মেয়ে দুটি !

মালতী। (ভয়ে ভয়ে নলিনীকে আঁকড়াইয়া থাকিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) আশা করি আমাদের ক্ষমা করবেন।

রমেশ। ও কথা বলবেন না। আমার বোনকে জানিয়ে দিচ্ছি—

মালতী। আপনার কাছেই আমাদের কাজ—

নলিনী। (মালতীর প্রতি জনান্তিকে) আমরা ওকে ভয় করছি এ কথা বুঝতে দিস্‌না।

মালতী। আমরা এসেছি—

রমেশ। ওঃ ! বুঝলুম—

মালতী। রায় মশায়, আমরা—

রমেশ। (স্বগত) বাঃ ! আমাকে চেনে দেখ্‌ছি !

মালতী। আমাদের অবস্থাটা একটু—

রমেশ। ওঃ, মাপ করবেন, বসবেন না আপনারা ?

উভয়ে। থাক্, আমরা ক্লান্ত হইনি।

রমেশ। দেখুন, আমার সময়টা একটু মূল্যবান, যদি অনুমতি করেন—

মালতী। আপনার একটু সময় নষ্ট করব। বাধা পাব জেনেই এসেছি সত্য—

রমেশ। ওঃ! না, না। তা কেন, আমি—

মালতী। আজ্ঞে, আপনি ঠিক বুঝছেন না, আপনার উৎসাহ পেলে—

রমেশ। অবিশ্যি, অবিশ্যি, নিশ্চয়—

মালতী। আপনি অত্যন্ত ভদ্র !

রমেশ। না, না, এ শুধু উৎসাহ দেওয়া মাত্র।

মালতী। দেখুন, আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি—

রমেশ। ওঃ! তাই নাকি! মাপ করবেন—বসবেন না ?

উভয়ে। থাক্, এখন একটু ক্লান্ত হয়েছি বটে। (একই চেয়ারে বসিল, রমেশ অন্য একটি চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিল, মালতী তাহা টানিয়া আনিয়া অন্যটিতে লাগাইল। উভয়ে এক সঙ্গে উঠিল এবং উভয় চেয়ারে বসিল)

রমেশ। বাড়ী খুব দূরে নাকি ?

মালতী। না, না, ভেবেছিলুম জানেন, আমাদের বাড়ী রামগঞ্জ।

রমেশ। (স্বগত—একটু পরে) বাঃ! মৃগেন যাকে ভালবাসে তার বাড়ীও যে সেইখানে। (প্রকাশ্যে) আপনারা আমাকে একটু খবর দিতে পারেন। রামগঞ্জের দীনময়ী ঠাকুরুণকে চেনেন আর তাঁর ভাস্বুরঝিকে? আমার একটা ছোকরা ভাইপো আছে, ব্যাটা নাকি তার কাকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই মেয়েটার সাথে খুব প্রেম চালাচ্ছে।

মালতী। (অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে) আমি—এ্যাঁ—আমি আমার খুড়ীমার সঙ্গেই থাকি, আমিই সেই মেয়ে।

রমেশ। (স্বগত) ওঃ রে! এই ব্যাপার! (প্রকাশ্যে) তাহলে এখানে এসেছ এখন—

উভয়ে। (উঠিয়া উভয়ে সংলগ্ন হইয়া রমেশের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল, সারা দৃশ্য জুড়িয়া তাহাদের হাত পরস্পর জড়াইয়া ছিল) আপনাকে দেখ্‌তে।

রমেশ। (একটু পিছাইয়া) আমাকে দেখতে?

উভয়ে। (অগ্রসর হইয়া) হাঁ।

রমেশ। (স্বগত) মজা মন্দনা। ওরা আমাকে হরেন বলে মনে করছে। তাদের ভুল ভাঙ্গবো না। দেখি মৃগেনটার কিছু উপকার করতে পারি কি না! (দয়ার সহিত অগ্রসর হইয়া) তাহলে তুমি—তাহলে—

মালতী। মালতী ধর, ভারি দুঃখী আমি! (ফিরিয়া নলিনীর বাঁ কাঁধে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া উঠিল)

রমেশ। (একটু জোরে যেন খুব ব্যাকুল হইয়াছে সেই ভাবে) থাক্, থাক্! কাঁদা ঠিক নয়। এ সব কেন—এখানে—(স্বগত) ব্যাপারটা ভালো হচ্ছে না আমার! বলে ফেলি আমি কে! (কোমল সুরে প্রকাশ্যে) কেঁদো না, কেঁদোনা। (মালতীর পিঠ চাপড়াইয়া দিল) থাম! থাম! মৃগেন সুন্দর ভালো ছেলে—লোকে বলে তাকে নাকি তার কাকার মতই দেখতে!

নলিনী। (হঠাৎ মালতীর কাঁধের উপর দিয়া কথা বলিল) তাই—আমারো তাই মনে হয়। (তাড়াতাড়ি পিছাইয়া) মাপ করবেন—মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে!

রমেশ। (অত্যন্ত খুসি হইয়া) ওঃ মাপ চাইতে হবে না! তোমার সরলতা প্রশংসনীয়। তুমিও তোমার খুড়ীমার সঙ্গে থাক কি?

নলিনী। দিদি, আমার পরিচয় দে।

মালতী। এ আমার খুড়তুতো বোন নলিনী।

রমেশ। খুসি হলুম। কেমন আছ, নলিনী? তুমিও তোমার খুড়ীমার সঙ্গে থাক বুঝি? তা আমি মৃগেন হলে তোমাদের তুটিকেই ভালবেসে বসতুম।

নলিনী। ওঃ! আপনি খুব ভালো মানুষ। জানেন, আমরা আপনাকে ভারি ভয় কচ্ছিলুম। (উভয়ে হাসিল)

রমেশ। (মেয়েদের সঙ্গে হাসিয়া উঠিয়া) আমাকে ভয় কচ্ছিলে? হাঃ হাঃ! কেন?

মালতী। ভেবেছিলুম—আপনি কড়া মানুষ, আমাদের দেখে বিরক্ত হবেন।

রমেশ। (স্বগত) একটু কড়াই হতে হচ্ছে—নইলে সম্মান রাখা যাবে না! (প্রকাশ্যে) তাহলে আমার ভাইপো আর তুমি উভয়ে উভয়ের প্রেমে পড়েছ? এখন কি ফল হবে আশা কর?

মালতী। সে জানি না।

নলিনী। আপনার উপরই তা নির্ভর করছে।

মালতী। আজ্ঞে, ওঁর দোষ ততটা নয় যতটা আমার দোষ।

রমেশ। (স্বগত) মেয়েদের রকমই এই! (তার দিকে তাকাইয়া) মেয়েটাকে আদর করতে ইচ্ছা হচ্ছে। আমার ভাইটিও নিশ্চয় তাই করত। রায় পরিবারের লোক তো!

মালতী। (তার পাশে গিয়া) একবার ভেবে দেখ্‌বেন—

রমেশ। হাঁ, দেখ্‌ব বৈ কি!

মালতী। আমার দিক হতে মুখ ফেরাবেন না—

রমেশ। না, ফেরাব না। ভয় নেই।

নলিনী। (মালতীর প্রতি জনান্তিকে) বেশ চালিয়ে যাচ্ছি কিন্তু!

রমেশ। (স্বগত) কি করব জানি। আমি অনিচ্ছাসত্ত্বে আমার সম্মতি দেব এবং একে এর খুড়ীর কাছে পাঠিয়ে দিব—তারপর হরেন ফিরে এলে তাকেও সেখানে পাঠাব। আমি একবার মত দিয়ে দিলে তার তা

পাকা করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাক্‌বে না। (সে নিকটে গিয়া নলিনীকে এবং মালতীকে চেয়ারে বসিতে ইঙ্গিত করিল এবং নিজের চেয়ার টানিয়া নিকটে বসিল—উভয়ের মধ্য স্থানে, পরে দৃঢ়ভাবে বলিল) বুঝছ তো—(উভয়ে ব্যাকুল ভাবে তার দিকে ফিরিল) আমি—(থামিয়া গিয়া স্বগত) এ অবস্থায় তারা কি বুঝছে তারাই জানে! (প্রকাশ্যে) দেখ, মৃগেনের কাছ থেকে যখন প্রথম এই কথা শুনলুম, আমার তখন ভীষণ রাগ হয়েছিল,—আর তা স্বাভাবিকও তোমরা স্বীকার করবে, কারণ তোমাদের সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতুম না; কিন্তু এখন—

মালতী। (ব্যগ্রভাবে) বলুন?

নলিনী। (উত্তেজিত ভাবে) বলুন! হাঁ—এখন—

রমেশ। (খুসি হইয়া) ওঃ! তাই!

উভয়ে। হাঁ, তাই। (তারা তাদের চেয়ার তার চেয়ারের আরো নিকটে টানিয়া আনিল)

রমেশ। বেশ, বেশ! (এখন তিন জনই খুব কাছাকাছি) আরে খুড়তুতো জ্যাঠ্‌তুতো বোন আছে? তোমাদের খুড়ীমা কি বিবাহিতা? আরে তোবা! কি বল্‌ছি!

মালতী। কিন্তু আপনি বলছিলেন "এখন"—

রমেশ। ওঃ! হাঁ! এখন অবিশ্যি অন্য কথা।

মালতী। ওঃ!

রমেশ। বেশ ভালো লোক আমি, না?

মালতী। তাহলে আপনি মত দিচ্ছেন?

রমেশ। (জোর দিয়া) হাঁ, দিচ্ছি। যাও, বাড়ী গিয়ে তোমার খুড়ীমাকে জানাও মৃগেনের কাকা সম্মতি দিয়েছে এবং এ সম্বন্ধে গিয়ে শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে আলাপ করবে। (তাহারা রমেশের কাছে গিয়া দাঁড়াইল, রমেশ দুই বাহু দিয়া দুই জনকে জড়াইয়া ধরিল) কেমন! হলোতো! এখন তো আমরা খুসি হলুম? কোনো দুঃখ নেই তো আর?

মালতী। (লজ্জিত মুখে) কাকাবাবুর স্নেহচ্ছায়ায় এসে সব দুঃখ দূর হয়ে গেছে।

নলিনী। ভবিষ্যৎ কাকাবাবুর!

মালতী। হাঁ, তাই!

রমেশ। তা আত্মীয়তাটা পূর্ব্ব থেকেই হয়ে গেলে ভালো। কাকাবাবুটিকে পচ্ছন্দ হচ্ছে তো?

মালতী। হাঁ, ওরি মত কিনা—

রমেশ। (স্বগত) মত তার বেশী নয়।

মালতী। এখনি আপনার প্রতি মায়া হচ্ছে—মনের ভাব কি করে বুঝাব জানি না!

রমেশ। কেন, চেষ্টা করতে দোষ কি?

মালতী। কি করে?

রমেশ। আমাকে আদর করে!

নলিনী। (জনান্তিকে) তাতে আর দোষ কি! (রমেশ দুজনকে দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া আদর)

(নলিনী ও মালতীর গান)

স্বপন আমার সফল আজিকে,
সাধনা সফল আজি!
আমি পাব তাকে যাকে
দেহ মন প্রাণ সঁপেছি!
সারাটি জীবন বিরলে বসিয়া
রচেছি গোপনে যে মায়া ডোর,
বিধির কৃপায় বুঝিবা তাহাতে
পড়েছে ধরা মম মন-চোর!

(দৌলৎ পালকে লইয়া বিধুর প্রবেশ, যাহা দেখিল তাহাতে দৌলৎ বিস্মিত)

দৌলৎ। (বিধুর প্রতি) আমি একটু পর আবার আস্‌ব।

বিধু। (রমেশের চেয়ারের পিছনে) দৌলৎবাবু এসেছেন।

(বিধু নিষ্ক্রান্ত, সকলে চম্‌কিয়া উঠিল)

দৌলৎ। আমার দিকে চাইবেন না। আমার দিকে চাইবেন না, আমি কেউ নই।

রমেশ। এ্যাঁ! না, অবিশ্যি নয়! এ্যাঁ—আমি—আমি—(মালতীর দাঁত পরীক্ষার ভাণ করিয়া) আমি—এ্যাঁ—এর দাঁত পরীক্ষা করছিলুম।

দৌলৎ। এ্যাঁ? হাঁ, হাঁ—আমিও এ সব করিছি—বর্ত্তমানে আমি—আমি টেলি পেয়ে—

রমেশ। টেলি? ওঃ! হাঁ! আপনার ছাতি?

দৌলৎ। হাঁ, আমারি ছাতি। আমার খুব প্রিয় জিনীসটি, তাই এক্ষণি এসে পড়েছি।

রমেশ। বিধুর উচিত ছিল আপনাকে তা দিয়ে দেওয়া। আমার জিনীসপত্রের সঙ্গে আছে, নিয়ে আসছি। মাপ কর মালতী, নলিনী—

দৌলৎ। মালতী, ঢুকেই তোমাকে দেখেছি আমি।

রমেশ। (ফিরিয়া) এ্যাঁ! এই ভদ্রলোকটি কে?

মালতী। আমার বাবার একজন বন্ধু।

রমেশ। (দৌলতের প্রতি উচ্ছ্বসিত ভাবে) বেশ! আপনাকে দেখে ভারি খুসি হলুম। আমরা সবই আপন লোক দেখ্ছি। আমি এর কাকাবাবু!

দৌলৎ। (স্বগত) এর কাকাবাবু? কে লোকটি?

নলিনী। অন্ততঃ শীগ্গীরই তা হবেন।

দৌলৎ। (নলিনীর দিকে ফিরিয়া) তুমি এরি মধ্যে এতটা ভালো হয়ে গেছ দেখে সুখী হলুম। মৃগেনবাবুর সেই বোকা বুড়ো কাকাটা খুব সম্ভব অনুতপ্ত হয়ে—

নলিনী। (দ্রুত) হাঁ, তিনি অনুতপ্ত হয়েছেন।

রমেশ। (বিরক্ত হইয়া) মশাই, আপনি কে—তা—

মালতী। উনিই যে রায়মশায়—মৃগেনবাবুর কাকা!

দৌলৎ। (মাথায় হাত দিয়া) ওরে! হিরণের ভাই—কালকের কথা জানে কিনা কে জানে—(মেয়েদের

প্রতি) আমাদের তুজনের মধ্যে একটুও সাদৃশ্য নেই।
(উভয় মেয়ের অসংযত হাসি)

রমেশ। (অর্থহীন ভাবে হাসিতে যোগ দিয়া) রহস্যটা কোথায় বুঝলুম না।

মালতী। এই জায়গায়, বাবা চান দৌলৎবাবুর সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে—

রমেশ। কি অদ্ভুত কথা!

দৌলৎ। আপনি যেই হোন্ না কেন, একথা বলবার আপনার কোনো অধিকার নেই।

রমেশ। তোমরা মাপ কর।

মালতী। আপনি জিদ্ করছিলেন চন্দনার সঙ্গে মৃগেনবাবুর বিয়ে দেবেন, কাজেই তা ঠেকাবার জন্যে—

নলিনী। দৌলৎবাবুকে আমরা আপনি বলে চালিয়েছিলুম :

রমেশ। (ঘৃণার সহিত দৌলতের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) কি! এটাকে আমি বলে চালিয়েছিলে ?

দৌলৎ। আমি বলে রাখ্‌ছি, আমাকে 'এটা' বলতে দেব না আমি। যে কাজ আমি ভালই চালাচ্ছিলুম, কিন্তু আপনারি বোন—

রমেশ। (দৃঢ় ভাবে) মশায়, আমার বোনের সম্বন্ধে আবার কি ?

দৌলৎ। কিছু না। সে ছিল আমার প্রথমা প্রেয়সী, গতকল্য তার সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎ—তুজনেই তাতে বিপর্য্যস্ত—

রমেশ। ওঃ! তাহলে আপনাকে দেখেই আঘাত পেয়ে এসেছিল কাল! এতে অবিশ্যি আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি না। (লাঠি লইয়া) এখন তোমরা তাড়াতাড়ি খুড়ীকে তার করে এই খবরের জন্যে প্রস্তুত করে রাখ।

মালতী। কিন্তু মৃ—গেন বাবুর যে এখানেই আমাদের সঙ্গে দেখা দেবার কথা।

রমেশ। বেশ, তাহলে তার করে দিয়ে ফিরে এস। দৌলৎ-বাবু, আপনি একটু অপেক্ষা করলে ভৃত্য আপনার ছাতা এনে দেবে। আসি তবে, নমস্কার।

দৌলৎ। নমস্কার। তাহলে একটু বসি। (বসিল—রমেশ নিষ্ক্রান্ত)

মালতী। (নলিনীর প্রতি জনান্তিকে) এখানে অপেক্ষা কর্! উনি হয়ত মৃগেনবাবু সম্বন্ধে আমার উপর রাগ করে আছেন। বাবার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত এঁকে প্রত্যাখ্যান করা চল্‌বে না। (নলিনী নিষ্ক্রান্ত, মালতী দৌলতের নিকটে আসিয়া তার বাহুতে ধরিল; দৌলৎ তাহার হাত ঝাড়া দিয়া ফেলিল) ওঃ! আপনি আমার উপর রাগ করেন নি?

দৌলৎ। আমি কারো সঙ্গে কথা বলছিনা।

মালতী। এ সবের মানে কি?

দৌলৎ। তুমি নিজে কি ভাবছ?

মালতী। কাল বল্লেন আপনি আমাকে ভালবাসেন, এমন সব গোপন কথা আমাকে বল্লেন যা প্রেমিক ছাড়া কেউ বলতে পারে না, আপনি আমার মন চুরি করলেন—আমাকে কত কিছু বলে আদর করলেন। এখন কিনা—

দৌলৎ। তুমি ভাব্‌ছ আমার সঙ্গে যা তা ব্যবহার করবে ?

মালতী। আমি তো কারু সঙ্গে যা তা ব্যবহার করতে যাচ্ছি না। বলুন, আপনি আজও আমাকে কালকের মত ভালবাসেন কিনা ?

দৌলৎ। এখনই স্বচক্ষে যা দেখলুম তারপরও ?

মালতী। (স্বগত) ওঃ, তাই! (প্রকাশ্যে) আপনার ঈর্ষ্যা হয়েছে, না ?

দৌলৎ। তা অসম্ভব কি! আমিও তো মানুষ। (স্বগত) মেয়েটাকে আমার বিয়ে করতেই হবে দেখ্‌ছি।

মালতী। দৌলৎ বাবু, আমার সঙ্গে ছেলেখেলা করতে পারবেন না।

দৌলৎ। সে দেখা যাবে।

মালতী। কালকের কথা মনে করবেন। আমার এমন বন্ধু বান্ধব আছে যারা আপনাকে রেহাই দেবে না।

দৌলৎ। কালকের কথা ভুলব না। কাল তোমার জন্যে অনেক করেছি!

মালতী। আর এখন সব ভুলে যেতে চান ?

দৌলৎ। (তাহার হাত দুটি ধরিয়া) না, না, তা চাই না, তবে আমি একটু ভাবপ্রবণ, মনটা বড়ই বিপর্য্যস্ত হয়ে গেছে।

মালতী। তাহলে আমাকে আর হেলা করবেন না ?

দৌলৎ। না, মালতী—জানো তো আমার বয়স নেই, রূপ নেই, তবে আমার মনে সহজেই লাগে, যখন রায় মশায়ের বাহু বেষ্টনের মধ্যে তোমাকে দেখ্‌লুম—

মালতী। ওঃ, সে তো শুধু রহস্য !

দৌলৎ। তাই নাকি ? তাহলে আমিও একটু রহস্য করেনি ?

মালতী। দেখুন, দৌলৎ বাবু—

দৌলৎ। ক্ষতি কি রহস্য—(ধরিয়া আদর)

মালতী। আমি যাই এখন, নলিনী অপেক্ষা করে আছে।

দৌলৎ। (দরজায়) আমাদের ভাব হয়ে গেল তো ?

মালতী। হাঁ। (স্বগত) এখন বাবার সম্মুখে পড়তে আর ভয় নেই। (নিষ্ক্রান্ত)

দৌলৎ। (একা) বেশ মেয়ে! ওঃ, কালকের মতই তো জমিয়ে আনছিলুম। হিরণ্ময়ী কালকে যে আমাকে চিনে ফেলেছিল সে ভালোই হয়েছিল, নইলে আমি যে কি করে বসতুম জানি না।

হিরণ্ময়ী। (বাহিরে) তোর কর্ত্তা বাড়ী এলে বলিস্‌, বিধু।

দৌলৎ। হিরণ্ময়ীর স্বর, ওর মন না জানা পর্য্যন্ত ওর সম্মুখে যাওয়া হবে না। ওঃ! ঐ সে আসছে—(যাইতে

উদ্যত—হিরণ্ময়ী প্রবেশ করিবামাত্র দৌলৎ টেবিলের আড়ালে লুকাইল)

হিরণ্ময়ী। আজ সকালে আমি কোনো কিছুতেই মন দিতে পারব না। (দরজার কাছে গেল) বড়দা! (দরজা খুলিল) চলে গেছে বোধ হয়। (দৌলৎ হামাগুড়ি দিয়া হিরণ্ময়ীর দৃষ্টির বাহিরে গেল) দৌলৎ বাবুর সামনে পড়লে আমি যে এতটা কাবু হয়ে পড়ব তাতো ভাবিনি কখনো। (দৌলতের ফটো বাহির করিয়া আদর, দৌলৎ তাহা দেখিয়া নীরব প্রেম প্রকাশ করিতে লাগিল) আগের চেয়ে কত পরিবর্ত্তন হয়েছে মুখের। তবু সেই সুমধুর ভাবটি কি আমি ভুলতে পারি! ওঃ! তুমি কি আমাকে আগের মত এখনো ভালবাসতে পারবে!

দৌলৎ। (মাথা তুলিয়া) পারব! (হিরণ্ময়ী চীৎকার করিয়া দৌলতের দিকে ধাবিত হইয়া তার বাহুর মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, তাহার ভারে দৌলৎ তাহাকে নিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল)

হিরণ্ময়ী। আমি কোথায়?

দৌলৎ। তোমার দৌলতের বাহুতে!

হিরণ্ময়ী। একি স্বপ্ন!

দৌলৎ। না, সত্যি চেয়ে দেখ—আমি সেই হারাণো মানুষ!

হিরণ্ময়ী। (এখনো তার বাহুতে) কেন হারিয়েছিলে?

দৌলৎ। ভুল পথে গেছিলুম, এখন ঠিক স্থানে ফিরে এসেছি!

হিরণ্ময়ী। বল আমাকে এখনো ভালবাস ?

দৌলৎ। বাসি, হিরণ! বাসি!

হিরণ্ময়ী। তাহলে আমি তোমারই—(আবার তার বাহুতে ধরা দিল)

দৌলৎ। আমাকে দেখে একটুও নিরাশ হওনি তো ?

হিরণ্ময়ী। (প্রথম ফটোর দিকে পরে তার দিকে চাহিয়া) হাঁ, তোমার একটু পরিবর্ত্তন হয়েছে—তোমার চুল এখন একটু বেশী কালো হয়েছে !

দৌলৎ। (স্বগত) ভারি মুস্কিল তো! (প্রকাশ্যে) তুমিও—

হিরণ্ময়ী। বয়স তো আর কারু কমের দিকে যায় না, দৌলৎ বাবু, আপনারও নয়, আমারো নয়।

(মৃগেন্দ্রের প্রবেশ, সে দৌলৎ ও হিরণ্ময়ীকে একত্র দেখিল; অন্যদের ইঙ্গিতে করিল; ফণী ও মেয়েদের পা টিপিয়া প্রবেশ)

দৌলৎ। আমাকে বাবু টাবু ডেকো না—আপনিও ডেকো না, হিরু, আগের মত ডাক্‌বে! ডাক্‌বে—আমার—

মৃগেন্দ্র—
ফণী
উভয় মেয়ে } (এক সঙ্গে কথা সম্পূর্ণ করিয়া দিল) ভুল !!!



তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দৃশ্য। প্রথম অঙ্কের অনুরূপ। সময় অপরাহ্ন। যবনিকা উঠিতেই জনা প্রবেশ করিল, তাহার হাতে ফুল লইয়া সে টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিতে লাগিল। দরজার দিকে তার পিঠ।

জনা। দিদিমণিরা কোথায় গেছিল কে জানে। ঠাকরুণকে এত রাগতে আর কখনো দেখিনি।

(মালতী, মৃগেন, নলিনী এবং ফণীর প্রবেশ)

মালতী। খুড়ীমা কোথায় ?

জনা। ওমা! চম্‌কে দিয়েছে যে!

মালতী। খুড়ীমা কোথায় ?

জনা। ঘুমুচ্ছেন ; কেউ যেন বিরক্ত না করে বলে শুয়েছেন।

মালতী। আমার কোনো টেলি পেয়েছেন ?

জনা। পেয়েছেন।

মালতী। কিছু বলেছেন ?

জনা। হাঁ, বলেছেন।

মালতী। (ব্যগ্র ভাবে) কি ?

জনা। বলেছেন—আবার তারা বোধ হয় আমাকে বোকা বানাতে চাচ্ছে।

মৃগেন্দ্র। সে হোক্ গে। দেখা করতে হবেই। পাঠিয়ে দাও মালতী।

মালতী। হঁা জনা, যা, বল্ গিয়ে আমরা এসেছি।

জনা। যাচ্ছি। (নিষ্ক্রান্ত)

মালতী। ঘুম থেকে জাগালে ওঁর খারাপ মেজাজ যে আরো খারাপ হয়ে যাবে।

মৃগেন্দ্র। আমার সম্বন্ধে তাঁর মনে হয়ত কোনো বিরুদ্ধ ভাব নেই। কাকার মত্ হয়েছে শুন্‌লে ওঁর রাগ থাকবে না। তুমি বল্ গিয়ে যে কাকার মত্ হয়েছে।

মালতী। হাঁ, তাতো হয়েছে।

মৃগেন্দ্র। কিন্তু মত্ যে হয়েছে তা কিন্তু আমার উপলব্ধি হচ্ছে না।

নলিনী। ওর সঙ্গে দেখা হলেই উপলব্ধি হবে।

মালতী। হাঁ, তাঁর সঙ্গে আগে কেন তুমি আমাকে পরিচিত করে দাওনি, সেজন্য তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে।

মৃগেন্দ্র। আমার তো—

মালতী। আর কিছু বলে দরকার নেই তোমার। এমন ভালো লোক তিনি।

নলিনী। বাস্তবিক বেশ লেগেছে ওঁকে আমার। চমৎকার মানুষ !

ফণী। আরে মৃগেন, ওদের দুজনকে যে তোর কাকা একেবারে মুগ্ধ করে ফেলেছে।

মৃগেন্দ্র। তা আর আশ্চর্য্য কি ? আমার অদৃষ্ট এখন সুপ্রসন্ন বলতে হবে।

(মৃগেনের গান)

অমল মধুর প্রেম পারাবার
উছলে বিরহ-দগধ প্রাণে !
শত ইন্দ্র ধনু হাসির ছটায়,
লীন হৃদি-তম উজল বর্ণে !
সলাজ চাহনি মধুর বাণী,
পিপাসু প্রাণে প্রেম নিঝরিণী
এস প্রথম প্রেম কিরণ রেখা
মম হৃদয় পূরব কোণে,
আমি তোমা লাগি আছি যে চাহিয়া
অধীর তৃষিত প্রাণে !

(দীনময়ীর প্রবেশ)

মালতী। ওঃ খুড়ীমা, তোমার ঘুম নষ্ট করিনি তো ?

দীনময়ী। করেছিসইতো। (সকলে শঙ্কিত হইয়া তার দিকে চাহিল) প্রথমতঃ তোরা কাল আমাকে নিয়ে যে খেলাটা খেল্‌লি তা আমি এখনো ভুলতে পারিনি। তারপর আমাকে না বলে সহরে গেলি, লজ্জার মাথা খেয়ে রায় মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করলি, এসব আমি সহ্য করতে পারব না। তোর বাবার কাছে সব জানিয়ে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি !

মালতী। কিন্তু খুড়ীমা, দৌলৎ বাবুর সঙ্গে যে আমার বিয়ে সেতো তুমি নিশ্চয় চাইতে পার না।

মৃগেন্দ্র দেখুন, আমার কাকার যখন মত হয়েছে তখন আমার প্রতি আশা করি আপনার কোনো বিরাগ নেই।

দীনময়ী। মালতীর বাবার প্রধান আপত্তির কারণ দূর হতে পারে, কিন্তু আমার প্রতি তাঁর আদেশ ছিল, তুমি এখানে যাতায়াত না কর—সে কথা আমি ভুলতে পারি না।

মালতী। আমি সে রকম আদেশ মানতে চাই না। ভারি তো! (উচ্চে কাঁদিয়া উঠিল)

দীনময়ী। (তার নিকট গিয়া) শান্ত হ, মা, যা উচিত তাই বলিছি আমি। তবে এখন মৃগেনের কাকার যখন মত্ হয়েছে তখন তোর বাবারও মত করাতে পারব আশা করি।

মালতী। ওঃ! খুড়িমা! (দীনময়ীকে জড়াইয়া ধরিল)

(জনার প্রবেশ)

জনা। একটি ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

দীনময়ী। কে?

জনা। বল্লেন—"বলো—রায় মশায় এসেছেন।"

দীনময়ী। বলেছিলেন তো আসবেন, বেশ লোক।

নলিনী। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আসবেন তা তো ভাবিনি।

দীনময়ী। আমার সঙ্গেই তাঁর আগে দেখা হওয়া উচিত, আমি সমস্ত অবস্থা আগে বুঝে তোদের ডাকব। তোরা সব এখন বাগানে যা তাহলে।

মালতী। (সকলে বাহির হইয়া যাইতেছে) দেখো, খুড়ীমা, ওঁর সঙ্গে ভাব করে বসো না।

মৃগেন্দ্র। ঠিক, রায় পরিবারের লোকেরা মেয়েদের সাথে ভাব করে নিতে দেরী করে না।

(মালতী ও মৃগেন নিষ্ক্রান্ত)

নলিনী। লোকটি খুব ভালো বাস্তবিক।

ফণী। (হাসিয়া) চুপ কর! বর্ম্মা থেকে আমার কাকা এসে তোমার খুড়ীমার সঙ্গে প্রেমে পড়বে আমি এই আশা করে আছি।

(ফণী ও নলিনী নিষ্ক্রান্ত)

জনা। ভদ্রলোকটিকে নিয়ে আসব?

দীনময়ী। হাঁ, নিয়ে আয়। (জনা নিষ্ক্রান্ত) কেমন যেন ভয় ভয় করছে।

(নিষ্ক্রান্ত)

(জনার সঙ্গে রমেশের প্রবেশ)

জনা। এখানে একটু অপেক্ষা করুন, ঠাকরুণ এখনি আসবেন।

রমেশ। আচ্ছা। (স্বগত) মেয়েটি বেশ। (প্রকাশ্যে) এই দেখ, এখানে এস, পালিও না। তোমার নাম কি?

জনা। জনা।

রমেশ। বেশ নামটি তো। পৌরাণিক গল্প আছে।

জনা। তা পুরোনো লোকে পুরোনোই মনে করে বাবু।

রমেশ। এতো ভারি অন্যায়। তোমাকে পুরাণো মনে করা অসম্ভব। তোমার ভালবাসার মানুষ হলে আমি তো তা কখ্‌খনো বলতুম না।

জনা। (দুষ্টামির হাসি হাসিয়া) তা সম্ভব বাবু।

রমেশ। তা তুমি বেশ সুন্দরী। এই নাও। (হাতে কিছু দিল এবং মুখে চুম্বন করিল) (জনা নিষ্ক্রান্ত) এলুম তো। কিন্তু হরেনকে সঙ্গে আনিনি। সে ফেরেনি, ভাবলুম সব এসে খুলে বলে যাই মেয়েদের। কিন্তু বুড়াকে কি বলি? দেখা যাক্। মুস্কিল দেখি বেড়েই চলে। মৃগেনকে নিশ্চয় এতক্ষণে তারা বলেছে—সেও ভেবে নিয়েছে সব ঠিক হয়ে গেছে, আমি যে হরেন নই তা তো আর তারা জানে না। মৃগেনও নিশ্চয় ভেবে নিয়েছে হরেনই মত দিয়েছে। কারণ আমি এসেছি সে খবর মৃগেনও রাখে না শুন্‌লুম। তা কি করব। মেয়েদের কান্না সইতে পারিনা আমি—কাকা সেজে তাকে শান্ত করতে হয়েছে—আর এমন দুইটি মেয়েকে ভালো না বেসে থাকা যায়! দুই ছোঁড়া দেখ্‌লেতো আগুনই হয়ে উঠ্‌তো। হাঃ হাঃ হাঃ!

(দীনময়ীর প্রবেশ)

দীনময়ী। নমস্কার, রায় মশায়।

রমেশ। নমস্কার।

দীনময়ী। বসুন। (উভয়ে বসিল) আপনাকে দেখে বাস্তবিক খুব খুসি হয়েছি। ওরা আগেই জানিয়েছিল যে আপনি আসবেন।

রমেশ। হাঁ, হাঁ—

দীনময়ী। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আসবেন ভাবিনি।

রমেশ। আরো তাড়াতাড়ি সম্ভব হলে আসতুম।

দীনময়ী। আপনার কাছে যে তারা গেছে তা আমি জানতুম না।

রমেশ। তা—তা—আপনাকে ছাড়াই আমাদের বেশ চল্‌ছিল—(বিস্মিত দৃষ্টিতে দীনময়ী তার দিকে চাহিল) মাপ করবেন—আমি বলতে চাচ্ছিলুম এ সব ব্যাপারে মেয়েদের সঙ্গে আর কেউ উপস্থিত না থাকলেই ভালো।

দীনময়ী। আপনার ভাইপো উপস্থিত ছিল তো ?

রমেশ। আমার ভাইপো ? বোধ হয় না। থাক্‌লে এতটা মজা হতো না।

দীনময়ী। মজা ? মজা, রায় মশায় ?

রমেশ। আমি বলতে চাচ্ছিলুম এত মধুর হয়ে উঠ্‌তো না। জানেন তো ব্যাটা আমাকে এতদিন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এসেছে।

দীনময়ী। তা ঠিক। আপনি যে এত সহজে সে সব ভুলে—(উঠিল)

রমেশ। (উঠিল) গেলুম, তার কারণ আপনার ভাস্থরঝি। তাকে দেখার মানে তাকে ভালবাসা, তাকে ভালবাসার মানে বোকা বনা। আমি তাকে দেখেছি এখন— বোকাও বনেছি। (স্বগত) হাসি ঠাট্টার মধ্যেও অনেক সত্য থাকে; (প্রকাশ্যে) আপনি এ কথা নাও জানতে পারেন, কিন্তু আমরা রায় পরিবারের লোকেরা অতি সহজেই মুগ্ধ হয়ে যাই—(দীনময়ীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া) সুন্দর মুখ দেখ্‌লে আমরা সেটুকু না জানিয়ে পারিনা। তা আপনাকে বাস্তবিক ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।

দীনময়ী। (একটু পিছাইয়া) আপনার প্রশংসার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।

রমেশ। (অনুসরণ করিয়া) প্রশংসা? মোটেই নয়। কম করে বলেছি! (স্বগত) একে চুমো খাওয়া উচিত বলে বোধ হচ্ছে, আমার ভাইটিতো তাই করতো। (প্রকাশ্যে) দেখুন, আপনাকে আমার বেশ ভালো লেগেছে।

দীনময়ী। (স্বগত) আশ্চর্য্য ব্যাপার!

রমেশ। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে আমরা দুটিতে একত্রে বেশ সুখে থাকৃতে পারব।

দীনময়ী। (বাধা দিয়া) বাস্তবিক—রায় মশায়—

রমেশ। হাঁ, ঠিক—আপনি আর হিরণ্ময়ী বোনের মত হবেন—

দীনময়ী। বোন!

রমেশ। হাঁ, আমার বোন কিনা, তাই।

দীনময়ী। (স্বগত) ভারি যে মুস্কিলের অবস্থায় পড়লুম !

রমেশ। খুড়ী আছেন, ডবল খুড়ী হবেন।

দীনময়ী। (গাম্ভীর্য্যের সহিত) মাপ করবেন, আপনার প্রস্তাব আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে হচ্ছে।

রমেশ। (বিস্মিত) কি, প্রত্যাখ্যান করছেন ?

দীনময়ী। আমার বৈধব্য শেষ পর্য্যন্ত আমি রক্ষা করেই চল্‌ব মনে করেছি।

রমেশ। (শঙ্কিত—স্বগত) কি গোলমাল বাঁধিয়ে তুললুম ! (প্রকাশ্যে) ওঃ ! আপনি ভুল বুঝেছেন বলে মনে হচ্ছে। আমি আপনার ভাসুরঝির সঙ্গে আমার ভাইপোর বিয়ের কথাই ইঙ্গিত করছিলুম।

দীনময়ী। (অভিভূত) ওঃ ! ওঃ ! মাপ করবেন, রায় মশায়। ওঃ, আপনি না জানি আমার কথা কি ভাবছেন ?

রমেশ। যা প্রথম দেখেই ভেবেছিলুম—চমৎকার একটি সুন্দরী ! (উভয়ে মাথা নোয়াইল)

দীনময়ী। তবে এ বিষয়ে মেয়ের পিতার উপরই নির্ভর করছে —তবে তাঁর মত্ হবে আশা করি।

রমেশ। তারা হয়ত সহর থেকে এখনো ফেরেনি ?

দীনময়ী। হ্যাঁ ! হাঁ, ফিরেছে। তারা বাগানে—আপনার ভাইপোও ! তাদের ডাকৃব ? মত দেওয়ার পরতো বোধ হয় তার সঙ্গে আপনার দেখাও হয়নি ?

রমেশ। না, তা হয়নি। (স্বগত) আমাকে দেখে তার কি রকম অবস্থা হবে ভাই ভাবছি।

দীনময়ী। বাগানে গিয়ে তাকে আপনার নিকট পাঠিয়ে দিচ্ছি।

রমেশ। বেশ, বেশ! (দীনময়ী নিষ্ক্রান্ত) ছোকরাটাকে হাত করে নিতে হবে—পরে দেখা যাবে হরেণের মত্ পাওয়া যায় কিনা! হাঃ! হাঃ! ষড়যন্ত্র বেশ পেকে উঠ্ছে। সব যখন জান্বে তখন হরেন কি বল্বে? (দ্রুত মৃগেনের প্রবেশ, রমেশকে দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল) {অগ্রসর হইয়া} কেমন আছিসরে মৃগেন?

মৃগেন্দ্র। আ—আপনি ভালো তো, বড় কাকা? (প্রণাম করিল)

রমেশ। আমাকে দেখে একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে গেছিস্, না?

মৃগেন্দ্র। না, তা নয়! আমি—আমি ভেবেছিলুম পশ্চিমে কোথায়ও আছেন।

রমেশ। হঁা, তাই ছিলুম।

মৃগেন্দ্র। (এখনো বিস্মিত) আপনার কথা তো আমার মনেই হয়নি।

রমেশ। তা হবার কথাও নয়।

মৃগেন্দ্র। এখানে এলেন কেন বুঝছি না।

রমেশ। বাঃ! তোর কাকা—

মৃগেন্দ্র। তাতে কি হয়েছে?

রমেশ। বুঝলি না? তোর বিয়েতে মত দিতে এলুম যে!

মৃগেন্দ্র। (বিস্মিত) আপনি!!! কিন্তু তাতে তো কিছু হবে না।

রমেশ। সে দেখা যাবে।

মৃগেন্দ্র। দেখা যাবে? কি দেখা যাবে?

রমেশ। শোন্ আমার কথা। আজ সকালে যখন মেয়েরা আমাদের বাড়ী গেল—

মৃগেন্দ্র। (আতঙ্কিত) তখন আপনার সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছিল।

রমেশ। হাঁ, ওরা ভেবে নিয়েছিল আমি হরেন, আমিও আমার সে ভুল ভাঙ্গাতে পারিনি। সুন্দরী মেয়েরা। তোর কপাল ভালোরে, তোর কপাল ভালো। (লাঠি দিয়া মৃগেন্দ্রকে খোঁচা দিল)

মৃগেন্দ্র। (লাঠি ঠেকাইয়া) থামুন!

রমেশ। নে, থাম্‌লুম। (আবারও বুকে খোঁচা দিল)

মৃগেন্দ্র। থামুন না। (দৃঢ় ভাবে) ওঁরা ভাবছেন আমি কাকা বাবুর সম্পত্তি পেয়েছি—

রমেশ। কে বলেছে তাদের? আমি বলিনি।

মৃগেন্দ্র। কিন্তু তাদের আপনি ভাবতে দিয়েছেন।

রমেশ। ওঃ! সে আলাদা কথা। দেখ্, তুইও তাদের তাই ভাবতে দে, পরে কি করা যায় দেখা যাবে। হরেন আজ বিকেলে বাড়ী ফিরবে খবর দিয়েছে। তখন তাকে সব বল্‌ব, তোদের কি অবস্থায় ফেলেছি বুঝিয়ে

দেব। বুঝিয়ে দেব এথেকে বেরিয়ে আসবার মাত্র একটি পথ আছে, সে হচ্ছে তার স্বীকৃতি।

মৃগেন্দ্র। তিনি তা দিচ্ছেন না।

রমেশ। জানিনা। আচ্ছা, দেখা যাবে।

(বাহিরে মেয়েদের হাসি শোনা গেল)

মৃগেন্দ্র। ঐ তারা আসছে। (সরিয়া গেল)

রমেশ। আমার পরিচয় দিস্‌নে এখনো।

(মেয়েদের এবং ফণীর প্রবেশ)

মেয়েরা। আঃ! কাকাবাবু! (তাহারা দৌড়িয়া আসিয়া তার হাত ধরিল)

ফণী ও মৃগেন্দ্র। ঐ!

রমেশ। (খুসি হইয়া) তোমাদের ঈর্ষ্যা হচ্ছে, ঈর্ষ্যা হচ্ছে, না?

নলিনী। এত শীগ্‌গীর এসে পড়বেন ভাবিনি।

মালতী। খুড়ীমার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?

নলিনী। সব ঠিকতো?

রমেশ। হাঁ, সব ঠিক। (মেয়েরা দৌড়িয়া তাদের প্রেমিকের কাছে গিয়া আহ্লাদ জানাইল)

নলিনী। চমৎকার হয়েছে, না? রায় মশায়, এঁর পরিচয় দিচ্ছি—ইনি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত ফণী কর মশায়।

রমেশ। ভারি খুসি হলুম। তোমারও কপাল ভালো!—কন্‌গ্র্যাচুলেট্‌ করছি।

মালতী। (দৌড়িয়া রমেশের কাছে আসিয়া) আচ্ছা, কাকাবাবু, আপনি টেনিস্ খেলেন ?

রমেশ। না—তা—আর—

নলিনী। (তার বাঁ হাত ধরিয়া) সে হোক্ গে, এসে দেখবেন আসুন।

(হাসি ঠাট্টার সহিত উভয়ে তাহাকে টানিয়া নিয়া নিষ্ক্রান্ত ; মৃগেন, ফণী নিরাশ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল)

ফণী। আমাদের যেন বাদই দিয়েছে !

মৃগেন্দ্র। হাঁ, আর কাকাকে ভর্ত্তি করে নিয়েছে।

ফণী। তবে বেশ আমুদে লোকটি, তুই যে তাঁকে কেন অতটা কড়া বলিস্ তার কারণতো বুঝলুম না।

মৃগেন্দ্র। মুখ দেখে কি সব সময় অন্তরের কথা বলা যায় !

ফণী। চল ! বেশীক্ষণ ওঁকে ওদের সঙ্গে রাখা যায় না।

(উভয়ে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত)

(হিরণ্ময়ী ও দৌলতের প্রবেশ, দৌলতের এক হাত হিরণ্ময়ীর হাতে, অন্য হাতে ছাতি। জনা তাহাদিগকে নিয়া আসিয়াছে)

জনা। ওঃ, আমি ভেবেছিলুম ঠাকরুণ এখানে। আপনারা বসুন—আমি বল্‌ছি গিয়ে।

(দৌলতের দিকে trick chair অগ্রসর করিয়া দিয়া নিষ্ক্রান্ত)

দৌলৎ। (Trick chair এর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) না, এতে নয় ; (অন্য আসনে গিয়া বসিল)

হিরণ্ময়ী। ভারি খারাপ লাগছে।

দৌলৎ। কেন ?

হিরণ্ময়ী। তোমার সঙ্গে আসাতে নির্ল্লজ্জতা প্রকাশ পাচ্ছে, বিশেষতঃ এত তাড়াতাড়ি।

দৌলৎ। (উঠিয়া হিরণকে ধরিয়া নিয়া সোফায় বসাইয়া নিজে পাশে বসিল) এখানে এসে বস, দুজনে একসঙ্গেই নির্ল্লজ্জতা প্রকাশ করা যাক। এ করতেই হবে—কাজেই যত শীঘ্র হয় ততই ভালো। (দীনময়ীর প্রবেশ, অভিবাদন) বোধ হয় আমার প্রতি রেগে আছে। একটু ধরতো এটা। (হিরণকে ছাতি দিল) (অগ্রসর হইয়া দীনময়ীর প্রতি) ঠাকরুণ, আমরা—এঁ্যা—অর্থাৎ আমি এসেছি —এঁ্যা—আমার কালকের ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা চাইতে।

দীনময়ী। বলে যান, মশায় !

দৌলৎ। কিন্তু—এঁ্যা—আসল কথা কি—(হিরণের প্রতি জনান্তিকে) আমাকে একটু সাহায্য করনা—(প্রকাশ্যে) আর সেটা আপনার ভাসুরঝিরই ফন্দী—আমি দুর্ব্বলতার দরুণ স্বীকার করে নিয়েছিলুম যে—যে—আমি সব বুঝিয়ে বলেছি হিরণকে—

হিরণ্ময়ী। (তিরস্কারের সুরে) দৌলৎ বাবু !

দৌলৎ। মাপ করবেন মিস্ রায়কে—যাকে আমি—আমি— (কি বলিবে শিখাইবার জন্য হিরণের দিকে একটু ফিরিল)

হিরণ্ময়ী। (প্রম্‌ট করিল) ঘনিষ্ঠ ভাবে চিন্‌তুম।

দৌলৎ। (জনান্তিকে) ঠিক, ঠিক। (প্রকাশ্যে) যাকে—যাকে —আমি পূর্ব্বেই ঘনিষ্ঠ ভাবে চিন্‌তুম—কয়েক বৎসর আগে—আপনি তা জানেন কি না বলতে পারি না। মালতীর পিতা চেয়েছিলেন মালতীকে—মালতীকে আমি বিয়ে করি—কিন্তু—কিন্তু বলেছি তো—এঁর সঙ্গে আগেই—আগেই—অনেক আগেই আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল—তাই—তাই—

হিরণ্ময়ী। (জনান্তিকে) এই সুযোগে সেই পরিচয় ঝালিয়ে নিলুম।

দৌলৎ। (জনান্তিকে) হাঁ, ঠিক। (প্রকাশ্যে) এই সুযোগে সেই পরিচয় ঝালিয়ে নিলুম—এখন—এখন আমরা—আমাদের—এঁ্যা—

দীনময়ী। আপনাদের—এঁ্যা!—

দৌলৎ। হাঁ, তাই। কিন্তু (হঠাৎ) আপনি জানলেন কি করে? (হিরণের প্রতি জনান্তিকে) কি বলি?

হিরণ্ময়ী। (লজ্জিত ভাবে একটু অগ্রসর হইয়া) সেই বন্ধুত্বকে পরিণয়ের রঙে রাঙিয়ে দিতে চাই।

দৌলৎ। (প্রশংসা করিয়া) চমৎকার!

দীনময়ী। ওঃ! বুঝলুম! কিন্তু দৌলৎ বাবু, মালতীর পিতার কাছে আপনার জবাব কি?

দৌলৎ। (দ্রুত) সে ভেবে রেখেছি। কিছু ক্ষতি পূরণ করতে

আমি বাধ্য। কি বল, হিরণ—আমি—আমি—আমার উকীলের বাড়ী গিয়েছিলুম—আজ সকালে—ঠিক করে এসেছি মৃগেনের সঙ্গে যেদিন মালতীর বিয়ে হবে সেদিন দশ হাজার টাকা তাদের আমি দেব, কাজেই অর্থের দিক থেকেও মালতীর পিতা এখন এ বিয়েতে আপত্তি করবেন না।

হিরণ্ময়ী। অবিশ্যি জানেন আমার ভাইত আর অমত করছেন না—

দীনময়ী। হাঁ, হাঁ, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

হিরণ্ময়ী। দেখা হয়েছে ?

দীনময়ী। হাঁ, আজ বিকেলেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন—তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে খুসী হয়েছি।

হিরণ্ময়ী। দাদার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে দেখ্‌ছি—আমাদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে—

দীনময়ী। ওঁরা সব বাগানে—টেনিস্ খেলছে—তাদের সঙ্গে যোগ দেবেন, দৌলৎ বাবু ?

দৌলৎ। কিন্তু উপযুক্ত পোষাক নিয়ে যে আসিনি।

দীনময়ী। মিস্ রায়, আসুন আমার ঘরে। সব বিষয়ে আলাপ হবে। (নিষ্ক্রান্ত)

হিরণ্ময়ী। যাচ্ছি।

দৌলৎ। যাও, যাও, হিরণ। (ঠেলিয়া দিল, এবং দরজায় তার হাত হইতে ছাতা লইল) এটা নিয়ে যাই, দরকার হতে

পারে। দেরী হবে না। আমার, (দরজায়) আসি তবে।
(দুইদিকে দুইজন নিষ্ক্রান্ত)

(জনা হরেন্দ্রকে নিয়া প্রবেশ করিল)

জনা। ঠাকরুণ হয়ত বাগানে গেছেন। কি নাম বল্‌ব ?

হরেন্দ্র। (স্বগত) ওদের সকলের সামনে নাম প্রকাশ না করাই ভালো। (প্রকাশ্যে) নাম থাক্‌গে ; ব'লো একজন ভদ্রলোক এসেছেন ! (জনা নিষ্ক্রান্ত) বিধুর কাছ থেকে আমার বাড়ীর কথা শুনেছি, আজ সকালে নাকি সেখানে প্রেমের হাট বসেছিল। মৃগেনটাকে এখন কাণে ধরে নিয়ে যাব—সম্ভব হলে আজই চন্দনার সঙ্গে বিয়ে করিয়ে দেব। তারপরই আমার অভিভাবকত্বের শেষ হবে—বাঁচা যাবে !

(জনার প্রবেশ)

জনা। মাপ করবেন—ঠাকরুণ বাগানে নয়, তিনি বোধ হয় আর একটি মহিলার সঙ্গে তাঁর ঘরে আছেন।

হরেন্দ্র। মহিলাটির নাম কি ?

জনা। হিরণ্ময়ী।

হরেন্দ্র। (স্বগত) যা ভেবেছিলুম ! হিরণ এখানে ? ব্যাপার কি ? সারা পরিবারটিই দেখছি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে ! (প্রকাশ্যে) যাও, খবর দাওগে।

জনা। যাচ্ছি আজ্ঞে। কি নাম বল্‌ব ?

হরেন্দ্র। চুলোয় যাক্ নাম, আমার নাম নেই। যা বলি কর। —(জনা নিষ্ক্রান্ত) মেয়েটা বোকা! এখনো হিরণের সঙ্গে দেখা করতে চাই না। পরে তাকে আক্কেল দেওয়া যাবে। তাদের মাথার উপর কি বাজ উদ্যত হয়ে আছে তারা তো জানে না। সচরাচর আমি রাগি না, কিন্তু ওরা এখন আমার সম্মুখে এলে— আমি—আমি—

(দীনময়ীর প্রবেশ)

দীনময়ী। নমস্কার। আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন?

হরেন্দ্র। আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে আপনার উপর এই অত্যাচারের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তবে অবিশ্যি আমাদের পরস্পর নাম জানা আছে। (দ্বিধায় সহিত) আসল কথা কি—আমার একটি ভাইপো আছে—সে—সে—

দীনময়ী। বলুন, সে আর আশ্চর্য্য কি! আমারো একটি ভাসুরঝি আছে।

হরেন্দ্র। তাই—তাই! তারা উভয়ে উভয়কে ভালবাসে।

দীনময়ী। (স্বগত) এঁ্যা—এ আবার কে?

হরেন্দ্র। আজ বাড়ী পৌঁছেই আমি এখানে চলে এসেছি, তাড়াতাড়ি গোপনে বিয়ে হয়ে যায় কি না সেই ভয়ে।

দীনময়ী। (স্বগত) ওঃ রে! বর্ম্মা থেকে আসছে! নিশ্চয় ফণীর কাকা। (নিকটে গিয়া প্রকাশ্যে) এখন বুঝলুম

আপনি কে। আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে ভারি খুসী হলুম।

হরেন্দ্র। হাঁ, আমার জন্যে খুব অস্থির হয়ে আছে নিশ্চয় ছোক্‌রাটা!

(হৈ চৈ করিতে করিতে নলিনীর প্রবেশ)

দীনময়ী। আয় মা, তোর ভবিষ্যৎ খুড়শ্বশুরের সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। (হরেন্দ্রের প্রতি) মশায়, এই আমার ভাসুরঝি, আপনার ভাইপো আর এ উভয়ে উভয়কে ভালবাসে।

নলিনী। ওঃ! আপনিই কাকা? সে ভারি খুসি হবে, আপনার কথাই বলে সব সময়—আপনাকে অবিশ্যি কখনো দেখেনি—(হরেন্দ্রের মুখের খুসির ভাব বিস্ময়ে ডুবিয়া গেল) তবে আপনার ভালবাসার মূল্য সে বোঝে বেশ। (দীনময়ীর কাছে গেল)

হরেন্দ্র। (স্বগত) কি বকছে মেয়েটা? দেখেনি আমাকে কখনো? এখনি তার চর্ম্ম চক্ষে আমি দৃশ্যমান হয়ে উঠ্‌ব।

দীনময়ী। দেখ্‌ কেমন, আজই তিনি এসে সহরে পৌঁছেচেন, পৌঁছেই এখানে রওনা হয়ে এসেছেন। ওঃ! কোথায় পাওয়া যাবে তাকে তা তিনি বেশ জানতেন দেখ্‌ছি।

হরেন্দ্র। (স্বগত) এমন অদ্ভুত মেয়েলোকও তো দেখেনি কখনো!

নলিনী। যাই, ওকে বলি গিয়ে আপনি এসেছেন। শুনে কত সুখী হবে।

(নিষ্ক্রান্ত)

দীনময়ী। মেয়েটি বেশ, না ?

হরেন্দ্র। হাঁ, বাস্তবিক মেয়েটি বেশই—মিছামিছি লজ্জা নেই —আবার বাড়াবাড়িও কিছু নেই, স্বভাবটি বেশ মধুর এবং স্বাভাবিক।

দীনময়ী। আপনার কাছে ভালো লেগেছে শুনে সুখী হলুম।

হরেন্দ্র। (স্বগত) এর কাছে চন্দনাকে লাগে না। কিন্তু— (সুর বদলাইয়া) এর টাকা নেই যে, কাজেই কোনো লাভ নেই। (দৃঢ় ভাবে) না! চন্দনাকেই বিয়ে করতে হবে ওকে, নইলে তার টাকা সব আমি কোনো হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেব !

ফণী এবং নলিনীর প্রবেশ, ফণী আসিয়া হরেন্দ্রকে প্রণাম করিল। নলিনী দীনময়ীর কাছে রহিল।

ফণী। আঃ! কাকা বাবু! এতদিনে ফিরে এলেন দেশে !

হরেন্দ্র। (শূন্য দৃষ্টিতে তাকাইয়া) কি বলছ তুমি ?

ফণী। কি বলছি ? কেন, আপনার কথাই বলছি !

হরেন্দ্র। তাই তো বোধ হচ্ছে। কিন্তু তুমি কেহে, বাপু ?

ফণী। কেন, আপনার ভাইপো !

হরেন্দ্র। তুমি !!

নলিনী। হাঁ, উনিই তো!

হরেন্দ্র। নাগো, সে নয়!

দীনময়ী। আপনাকে নিশ্চয় বলছি সে-ই আপনার ভাইপো!

হরেন্দ্র। (ফণীর দিকে চাহিল, পরে দীনময়ীর দিকে চাহিয়া কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়া) দেখুন, আপনাকেও নিশ্চয় বলছি সে তা নয়! (রাগে পায়চারি)

ফণী। (নলিনীর প্রতি জনান্তিকে মাথা ছুঁইয়া) সর্দ্দিগর্ম্মি!

দীনময়ী। (ফণীর প্রতি) আসা অবধিই ওঁকে এ রকম অদ্ভুত দেখছি।

ফণী। কাকাবাবু!

হরেন্দ্র। কাকা কাকা ক'রোনা বলছি। তুমি কি মনে কর আমি আমার নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে চিনি না?

ফণী। নিশ্চয় চেনেন না!

হরেন্দ্র। (রাগিয়া) কি? নিশ্চয় চিনি না?

দীনময়ী। না! আগে যখন দেখেন নি তখন কি করে চিনবেন?

হরেন্দ্র। ঠিক বলেছেন, আগে কখনো দেখিনি তাকে— (ফণীর দিকে তাকাইয়া) আর কখনো না দেখ্‌লেও আমার কিছুই যায় আসে না।

ফণী। (একটু বিরক্ত হইয়া) আপনি আসাতে আমার দুঃখই হচ্ছে বলতে গেলে!

হরেন্দ্র। বলতে গেলে আমার তাই হচ্ছে, মশায়। আমার

ভাইপো কোথায়! আপনারা জানেন, মশায়, সে এখানেই আছে!

ফণী। হাঁ, আমি এখানে আছি তা আমি জানি বৈ কি!

হরেন্দ্র। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিচ্ছি। দেখুন তো, মশায়, আপনার নামটা কি?

ফণী। কাকাবাবু, যা তা বলবেন না।

হরেন্দ্র। আপনার নাম কি?

নলিনী। (ভীত হইয়া) বলনা তোমার নাম—

হরেন্দ্র। (রাগিয়া) নাম বলবেন মশায়?

ফণী। (নিকটে আসিয়া) নিশ্চয়—ফণী কর!

হরেন্দ্র। (সোজা দাঁড়াইয়া) ঐ তো! বলিনি! আমার ভাইপোর কি নাম মনে করেন?

ফণী। জানি না।

হরেন্দ্র আমার ভাইপোর নাম হচ্ছে মৃগেন্দ্র রায়। (খুব খুসি হইয়া)

ফণী। ওঃ, বাজে কথা! (রাগিয়া হরেন্দ্র ফণীর দিকে ফিরিল) মৃগেনের কাকাতো এখানেই রয়েছেন।

হরেন্দ্র। আমি যে এখানে আছি তা আমি জানি।

ফণী। তার প্রকৃত কাকার কথা বলছি।

হরেন্দ্র। (শাসাইয়া) আমি কি তবে? তার দালাল?

দীনময়ী। মশায়, রাগবেন না।

হরেন্দ্র। মাপ করবেন মহাশয়া; আমি জোর করে শুধু এই

কথাটুকু বলতে চাই যে এই যুবকটির আমি কাকা নই !

নলিনী। আপনি বর্ম্মা থেকে আসছেন না ?

হরেন্দ্র। জীবনে যেখানে যাইনি সেখান থেকে আসছি বৈ কি !

ফণী। তাহলে আপনি আমার কাকা হতে পারেন না।

হরেন্দ্র। তা পারি বলে তো আমারো মনে হয় না।

দীনময়ী। আপনার নামটা কি জিজ্ঞেস্ করতে পারি কি ?

হরেন্দ্র। জানেন না ?

দীনময়ী। দাসী তো বল্লে আপনি তাকে বলেন নি কিছু।

হরেন্দ্র। (স্বগত) ওঃ, কি বোকা আমি ! (প্রকাশ্যে) ভারি দুঃখিত হলুম, আমার নাম হরেন্দ্র রায়, আপনার ভাসুরঝির সঙ্গে আমার ভাইপোর বিয়ের প্রতিবন্ধকতা করতে এসেছি আমি।

ফণী। ওঃ, আপনার মাথা খারাপ ! (হরেন্দ্র রাগিয়া তার দিকে ফিরিল, উভয়ে উভয়ের দিকে তাকাইয়া রহিল)

দীনময়ী। (নলিনীর প্রতি জনান্তিকে) লোকটা ঠগ্, কিছু মেরে নিতে এসেছে !

ফণী। দেখুন, মশায়—আপনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান, নইলে ভালো হবেনা।

নলিনী। ওঃ ! আমার যে বড্ড ভয় করছে।

ফণী। (জনান্তিকে) চুপ কর নলিনী ! (হরেন্দ্রের নিকটে আসিয়া) মশায়, আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে মৃগেনের প্রকৃত

কাকা এই বিয়েতে মত দিয়েছেন, আপনার কৌশলে কোনো কাজ হলো না! (পরস্পর পরস্পরের দিকে বিদ্রূপপূর্ণ হাসি)

হরেন্দ্র। ওঃ! তিনি মত দিয়েছেন? আমার কৌশলে কোনো কাজ হবেনা, না? সে দেখা যাবে – যখন ছোকরা তার টাকা চাবে তখনই দেখা যাবে ঠগ্‌কে! (রঙ্গিন রুমাল কোমরে বাঁধিয়া জামার আস্তিন গুটানো অবস্থায় এক হাতে টেনিস্ র‍্যাকেট এবং অন্য হাতে ছাতা লইয়া দৌলতের প্রবেশ)

দৌলৎ। ওঃ! এ্যাঁ—সব কয়টা বল দেয়ালের বাইরে ফেলেছি—আর কাচের জানালা ভেঙ্গেছি গোটা দুই তিন।

ফণী। ওঃ! আপনাকেই দরকার, দৌলৎ বাবু!

দৌলৎ। (নিকটে আসিয়া) কেন?

ফণী। রায় পরিবারের আপনি অন্তরঙ্গ বন্ধু তো? (হরেন্দ্র বিস্মিত)

দৌলৎ। হাঁ—তা– হাঁ - তা বলা যায় বৈ কি!

ফণী। মৃগেন্দ্রের কাকাকে আপনি চেনেন?

দৌলৎ। হাঁ—

ফণী। (হরেন্দ্রকে দেখাইয়া) ঐ ভদ্রলোকটি কে?

দৌলৎ। জানি না। উনি কি নিজকে চিনেন না? (হরেন্দ্রের সম্মুখে র‍্যাকেট আস্ফালন; হরেন্দ্র চমকিত)

হরেন্দ্র। আমাকে চিনবে? কি করে? পরিবারের বন্ধু!

জীবনে তো এঁকে কখনো দেখিনি আগে! লোকটা প্রবঞ্চক।

দৌলৎ। আমি বল্‌ছি—আপনি যেই হোন্ না কেন, একথা বল্‌বার আপনার কোনো অধিকার নেই।

ফণী। ইনি মৃগেন্দ্রের কাকা কি?

দৌলৎ। তাতো মনে হয়না, এখনি যে তাঁকে বাগানে রেখে এলুম—তামাক ফুঁকে ফুঁকে দিলদার গল্প কচ্ছেন। বেশ মজার আমুদে লোক কিন্তু!

হরেন্দ্র। এ সমস্যার একমাত্র মীমাংসার উপায় হচ্ছে এই লোকটিকে ডেকে আনা এবং দেখা কে এসে এখানে আমি বলে পরিচয় দিচ্ছে।

ফণী। সে তো সহজেই হয়, আর মৃগেন—

হরেন্দ্র। তাকে এখনো ডাকতে চাইনা আমি।

ফণী। ওর সঙ্গে জারি জুরি খাটবে না—ওর কাকার সঙ্গে ওর বেশ ভাব হয়ে গেছে দেখছি। (ফণী ও নলিনী নিষ্ক্রান্ত)

হরেন্দ্র। (হঠাৎ স্বগত) এ ধাঁধাঁর উত্তর পেয়েছি। ঐ গাধা রমেশদা'টা এসেছে!

দীনময়ী। (যাইতে যাইতে) হিরণ্ময়ীরও আসা উচিত।

হরেন্দ্র। আপনাকে অনুরোধ করছি তাকে এখনো কিছু বলবেন না, তার সঙ্গে সময়মত আমার বোঝাপড়া হবে!

দীনময়ী (স্বগত) ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখছি! কে জানে লোকটি কে? (নিষ্ক্রান্ত)

হরেন্দ্র। (দৌলৎ সরিয়া যাইতেছিল, তাহাকে বাধা দিয়া) না, না, আপনি না—

দৌলৎ। ওঃ, আমার সঙ্গে প্যাঁচ খেলতে চান?

হরেন্দ্র। না মশায়, তবে পরিবারের বন্ধুটিকে আমার দরকার হতে পারে।

দৌলৎ। কি দরকার মশায়?

হরেন্দ্র। (লাঠি কাঁপাইয়া) সে সময় মত হবে।

(সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে রমেশের প্রবেশ)

রমেশ। (হাত বাড়াইয়া) এ্যাঁ! হরেন যে! কেমন আছ?

হরেন্দ্র। গাধা কোথাকার!

দৌলৎ। উভয়ে উভয়কে চেনে যে।

হরেন্দ্র। এখানে এসে আবার কি গোলমাল বাঁধিয়ে বসেছ!

রমেশ। গোলমাল? আমি! প্রতিভার খেলা বল, হরেন!

হরেন্দ্র। (দৌলৎকে দেখাইয়া) এই লোকটা কে?

দৌলৎ। আমি বলে দিচ্ছি—কেউ যে আমাকে 'লোকটা' বল্‌বে এ আমি সইতে পারব না!

হরেন্দ্র। আমাদের পরিবারের বন্ধু বলে নিজকে চালাবার ধৃষ্টতা ওর আছে।

রমেশ। বাঃরে! দৌলৎকে চেন না—বেশ লোক দৌলৎ। এসতো দৌলৎ, তোমাকে আমার ভাইয়ের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিচ্ছি।

দৌলৎ। (স্বগত) ওঃ, এরা ভাই! (হরেন্দ্রর প্রতি) তাহলে আপনি মৃগেনের একজন কাকা?

হরেন্দ্র। বলিনি আপনাকে সে কথা?

দৌলৎ। আরো জোরে বলেননি কেন? (বসিল)

হরেন্দ্র। মৃগেনের বিয়েতে তুমি আমার মত দিচ্ছ এ সবের মানে কি?

রমেশ। আমি দিইনি! আমি আমার মত্ দিয়েছি, তারাও তাতে বেশ সুখী হয়েছে বল্‌ছি তোমাকে!

হরেন্দ্র। এ সব ঠাট্টা রেখে কাজের কথা বলতো! জানোতো আমার মত্ না হলে ও বিয়ে করতে পারে না, আমি এ বিয়েতে মত্ দিচ্ছি না, আমার ইচ্ছা চন্দনার সঙ্গে ওঁর বিয়ে হয়।

রমেশ। হরেন, একটু ভেবে দেখ—

দৌলৎ। হাঁ, হরেন, ভেবে দেখ—(হরেন ডাকাতে হরেন্দ্র রাগিয়া দৌলতের দিকে গেল, দৌলৎ র‍্যাকেট ঘুরাইল, হরেন্দ্র আরো রাগিয়া গেল এবং মূক ভঙ্গীতে রমেশকে নালিশ জানাইল)

রমেশ। এ জিদ্ করো না, হরেন। এ মেয়েটিকে দেখনি এখনো—চমৎকার মেয়ে—এমন চক্ষু—এমন হাসিটি—যে ইচ্ছা হয়—ইচ্ছা হয়—কি ইচ্ছা হয় সে আর নাই বল্লুম।

হরেন্দ্র। (একটু খুসি হইয়া) এতটা? এ্যাঁ?

দৌলৎ। হাঁ হরেন, এতটাই! (সমস্ত আবার পূর্ব্ববৎ হইল। দৌলৎ আরো আমোদ পাইল)

হরেন্দ্র। (ভীষণ দৃষ্টিতে দৌলতের দিকে চাহিয়া রমেশের প্রতি) দেখ আমি মন স্থির করে ফেলেছি—আমি বল্‌ছি চন্দনাকেই মৃগেনের বিয়ে করতে হবে!

দৌলৎ। (জোর দিয়া) আরি আমি বলছি চন্দনাকে সে কখ্‌খনো বিয়ে করবে না। আর তুমি যদি তার নিজের টাকা তাকে না দাও, তাকে আমিই আমার উত্তরাধিকারী ক'রে ফেলব!

হরেন্দ্র। (মূক বিস্ময়ে রমেশের দিকে তাকাইয়া দৌলতের কাছে গেল) দেখুন, মশায়, আপনার মত একটি সুগোল ফুটবল এসে আমার পারিবারিক ব্যাপারে হাত দেবেন এ আমি সইতে পারিব না। সে তো আর আপনার আত্মীয় নয়!

দৌলৎ। (উঠিয়া) না! কিন্তু শীগ্‌গীরই হবে, কারণ তোমার বোনকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি!

হরেন্দ্র। কি! (রমেশ দীর্ঘকালস্থায়ী সমুচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল, হরেন্দ্র ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিল না, খুব আমোদ পাইয়া দৌলৎ আবার বসিল) {ক্রোধে ফাটিয়া পড়িয়া} এ—এ—অদ্ভুত—আমি—আমি—আমি কিছুতেই এ হতে দেব না!

দৌলৎ। তোমাকে কেউ জিজ্ঞেসও করবে না, আমরা সাত জনেরও বেশী।

রমেশ। তা ঠাট্টা থাক্ হরেন, হিরণকে ডেকে আনা উচিত তোমার।

হরেন্দ্র। আন্‌ব না! (দৌলৎকে দেখাইয়া) এই লোকটা যাই করুক না কেন আমি তার ধার ধারি না।

দৌলৎ। ধার না? তাহলে চুলোয় যাও—তারা যদি আমার উপদেশ আর টাকা লয় তাহলে তোমাকে ছাড়াই তাদের চল্‌বে।

রমেশ। কেমন, হরেন! এর উপর কথা আছে?

হরেন্দ্র! হাঁ, এর উপর কথা নেই মানতে হবে।

দৌলৎ। (হরেন্দ্রের প্রতি) তুমি ভারি বোকা, ভায়া।

রমেশ। আর মেয়েটিকে দেখ্‌লে কথা আরো বন্ধ হয়ে যাবে। সে আমাদের পরিবারের বাইরে থাকবে তা কিছুতেই হতে পারে না—আমাদের একজনকে তাকে বিয়ে করতেই হবে।

দৌলৎ। হাঁ, একজনকে করতেই হবে—তবে কোন্‌টি তাই ঠিক করতে হবে। (ছেলেপিলেদের মত গণিয়া যাইতে লাগিল) "ইনি মিনি মেনা মো. ই পিকায় লেট হিম গো" (হরেন্দ্রকে ভীষণ ভাবে পিছন দিকে ঠেলিয়া দিল এবং আন্তরিক ভাবে হাসিতে হাসিতে বলিতে গেল) তুমি বাদ পড়ে গেলে হরেন!

রমেশ। যাওতো, ভাই দৌলত, সকলকে ডেকে আনতো—

দৌলৎ। যাচ্ছি—(রমেশের প্রতি জনান্তিকে trick chair দেখাইয়া)

ওটাতে ওকে বসতে দিন—(কাল্পনিক টেনিস্ খেলিতে খেলিতে নিষ্ক্রান্ত)

হরেন্দ্র। (রাগিয়া) এ হতে পারবে না! তুমি কিম্বা আর কেউ যে আমাকে বোকা বানাবে সে হবে না। যা বলেছি তার আর অন্যথা হবে না! নিশ্চয় বল্‌ছি—আমি—

রমেশ। আরে, একটু দাঁড়াও না।

(মৃগেন এবং মালতীর প্রবেশ—প্রত্যেকে দৌলতের একটি হাত ধরিয়া, দৌলৎ তাহাদিগকে ছাড়িয়া বসিতে গেল)

হরেন্দ্র। এই ভাবেই বুঝি তুমি আমার অভিভাবকত্ব মেনে চল্‌ছ, না?

মৃগেন্দ্র। তা কাকা বাবু, দেখ্‌ছো তো, আমি—

রমেশ। (হরেন্দ্রের প্রতি) রেখে দাও, এ আমারি দোষ!

হরেন্দ্র। (রমেশের প্রতি জনান্তিকে) তুমি চুপ থাক! মেয়েটি বেশ সুন্দরী না? (মৃগেনের প্রতি) এই বিদ্রোহের শাস্তি কি? (লাঠি তুলিয়া)

দৌলৎ। ওকে মেরো বলছি, হরেন।

হরেন্দ্র। তা—তা—(রমেশের প্রতি) তা একে ক্ষমা করতেই হবে দেখ্‌ছি! (মৃগেনের প্রতি) ছাখ্, পাজি ছোঁড়া, এই সুন্দরী মেয়েটিকে আমার সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে গেলি না কেন?

মৃগেন্দ্র। তুমি যে কাকা বাবু, তার কথা তুলতেই—

হরেন্দ্র। আরে বোকা, এমন মেয়ের কি অন্য কোনো সার্টিফিকেট দরকার পড়ে? এসো তো, মা।

দৌলৎ। (মালতীর প্রতি) তুমি হলে কিন্তু যেতুম না।

(ভয়ে ভয়ে মালতী অগ্রসর হইল)

হরেন্দ্র। দেখ—দেখ—(রমেশের দিকে চাহিয়া) তুমি—তুমি কি বল্‌তে চাও?

মালতী। বড় বড় বিস্তৃত চোখ দুটি তার দিকে তুলিয়া) জানি না, কাকা বাবু।

হরেন্দ্র। (সম্পূর্ণ অভিভূত হইয়া তাহার হাত ধরিয়া) যাক্, যাক্, আর বলার দরকার নেই। যা বলতে চাচ্ছ, সবই ঐ চোখে বলা হয়ে গেছে। (মালতীকে মৃগেনের কাছে নিয়া গেল) মৃগেন—(নলিনী ও ফণী প্রবেশ করিয়া পিছনে দাঁড়াইল) অনুমতি দিলুম।

মৃগেন্দ্র। (খুসি হইয়া) কাকা বাবু! (প্রণাম করিল)

হরেন্দ্র। দাঁড়া! দৌলৎ বাবুর কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণ আছে।

মালতী। দৌলৎ বাবু!

দৌলৎ। (উঠিয়া তার নিকটে গিয়া) হাঁ, মালতী—আমি—আমি হিরণ্ময়ীকে বিয়ে করছি কিনা—তাই—তাই—তোমার প্রতি এবং তোমার পিতার প্রতি আমার কিছু কর্ত্তব্য আছে, সেই কর্ত্তব্যের দায় থেকে উদ্ধার পেতে তোমাকে আমি দশ হাজার টাকা দান করলুম।

মালতী। ওঃ! দৌলৎ বাবু!

(দীনময়ী এবং হিরণ্ময়ীর প্রবেশ)

হিরণ্ময়ী। দাদা, তাহলে তুমি এখানে ?

হরেন্দ্র। হাঁ, সম্পূর্ণ এখানে।

হিরণ্ময়ী। আর তুমিও, বড়দা ?

রমেশ। হাঁ, সম্পূর্ণ।

হিরণ্ময়ী। তাহলে দাদা, (মালতী এবং মৃগেনের দিকে চাহিয়া) তুমি মত দিয়েছ ?

হরেন্দ্র। হাঁ, মত দিয়েছি, আর তুমিও বুড়ো বয়সে বোকা বন্‌তে যাচ্ছ শুন্‌ছি।

দৌলৎ। (দ্রুত হিরণ্ময়ীর কাছে গিয়া) এ কথা বলছেন কেন ? বিয়ে করাটা কি বোকা বনা ?

হিরণ্ময়ী। বোকা না বনার চেয়ে বোধ হয় বনাই ভালো, তা বয়স যাই হোক না কেন। (দীনময়ীর প্রতি) আমার বড় ভাই হরেন্দ্র রায়কে আপনার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিচ্ছি।

দীনময়ী। যে ভুল করেছিলাম তার জন্যে আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। এবার আপনিই আসল কাকাতো ?

হরেন্দ্র। হাঁ, সে সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ নেই।

দীনময়ী। আশা করি সমস্ত ব্যাপারটা স্বপ্ন কি আর কিছুতে পর্য্যবসিত হবে না।

ফণী। তা যাতে না হতে পারে সেই জন্যে আমি প্রস্তাব করছি, বিয়ে দুটি যত শীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন হয়ে যাক !

মৃগেন্দ্র। সাবাস্! প্রথমই নিমন্ত্রণ করছি—

মালতী। আমাদের খুড়োদের—

মৃগেন্দ্র। আর আমাদের খুড়ীদের—

মিলন গান।

ঘোর প্যাঁচের মিলন হলো
ঘুচে গেল্ সকল লেঠা,
এবার চাই মোরা আছে যত
খুড়ো খুড়ী কাকী কাকা!
সবাই্ মিলে গাইবো মোরা
সবার মিলন গান,
আমোদের তুফান বইবে
মেতে উঠ্‌বে সবার প্রাণ!

